রাঁচি, সোমবার
25:09:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>337 >>07 Ashwin 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩৩৭ >> << ০৭ই, আশ্বিন ১৪৩০>>

হাইতিকে নতুন সাহায্যের অঙ্গীকার যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা মিশন অনুমোদন করতে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান

হাইতি ঃ যুক্তরাষ্ট্র শুক্রবার হাইতির পুলিশকে সহায়তার জন্য আরো ৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার সাহায্য ঘোষনা করেছে। আর, ক্যারিবিয়ান দেশটিকে পঙ্গু করে দেয়া অপরাধী চক্রের সহিংসতা মোকাবেলায় সহায়তা করতে একটি বহুজাতিক নিরাপত্তা মিশন মোতায়েনের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন করার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। হাইতির নিরাপত্তা পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিউইয়র্কে আয়োজিত এক বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেন, কেনিয়ার নেতৃত্বাধীন এই মিশন কয়েক মাসের মধ্যে মোতায়েন করা হতে পারে। তিনি আরো বলেন, প্রকৃত অর্থেই আমাদের সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই। হাইতি গত বছর সহিংস অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা চায়। এই অপরাধী চক্রগুলো রাজধানী পোর্টঅপ্রিন্স এর ব্যাপক অঞ্চল দখল করে আছে। কূটনীতিকরা জানিয়েছেন, বহুজাতিক পুলিশ মোতায়েনের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রের খসড়া প্রস্তাবের উপর আগামী সপ্তাহের মধ্যেই নিরাপত্তা কাউন্সিলে ভোটা গ্রহণ হতে পারে।

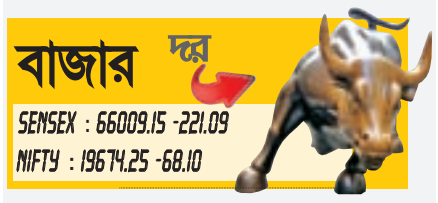

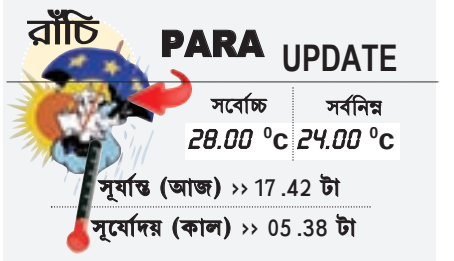

বাজার দর
SENSEX : 66009.15 -221.09
NIFTY : 19674.25 -68.10

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.42 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.38 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

নির্বাচনে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের ধারণা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাকচ করে দিলেন

নিউইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ পাকিস্তানের তত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী বলেন তিনি আশা করছেন নতুন বছরে পাকিস্তানের সংস্দ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি এরকম সম্ভাবনা নাকচ করে দেন যে কারারুদ্ধ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল যাতে নির্বাচনে জয়লাভ করতে না পারে সেই লক্ষ্যে দেশটির শক্তিশালী সামরিক বাহিনী নিজেদের স্বার্থে ফলাফলে কারচুপি করতে পারে। শুক্রবার দ্য এসোসিয়েটেড প্রেসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আনোয়ারুল হক কাকাকার বলেন যে সামরিক বাহিনী নয়, নির্বাচন কমিশনই ভোট পরিচালনা করবে এবং খান সেই সময়ে কমিশনের প্রধান নিযুক্ত করেন সুতরাং কেন কোন ভাবে তাঁর বিরুদ্ধে তিনি যাবেন ? পাকিস্তানের সংসদে আস্থা ভোটে পরাস্ত হয়ে ২০২২ সালের এপ্রিলে খানকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়ার পর থেকে পাকিস্তান এমবর্ধমান রাজনৈতিক বিশৃংখলার মখে রয়েছে। তাঁকে দূর্নীতির অভিযোগে আগস্ট মাসের প্রথম দিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁকে তিন বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়। পরে সেটা বাতিল হলেও তিনি কারাগারেই রয়েছেন। পাকিস্তান তার দেশের ইতিহাসে অন্যতম খারাপ অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করছে এবং গত বছরের মারাত্মক বন্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করছে। ঐ বন্যায় কম পক্ষে ১৭০০ লোক প্রাণ হারায় এবং লক্ষ লক্ষ লোকের ঘরবাড়ি ও কৃষিভূমি নষ্ট হয়ে যায়। নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার ঘোষণা করে যে জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর ফলে সংবিধান অনুযায়ী যে নির্বাচন নভেম্বর মাসে হওয়ার কথা ছিল , সেটি বিলম্বিত হলো। গত মাসে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ এবং বিরোধী নেতা রাজা রীয়াজ কাকারকে তত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেয়ার পর কাকার সেনেটর পদত্যাগ করে তত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নেন। নতুন সরকার নির্বাচিত না হওয়া অবধি তিনি নির্বাচনের তত্বাবধান করবেন এবং দিনানুদৈনিক দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি বলেন যে কমিশন সুনির্দিষ্ট তারিখ জানানোর পর তাঁর সরকার, তাঁর সরকার আর্থিক, নিরাপত্তা বিষয়ক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সব ধরণের সহযোগিতা প্রদান করবে। যখন তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয় যে তিনি কি বিচারকদের এ রকম পরামর্শ দেবেন যে খানের দোষী সাব্যস্ত হবার বিষয়টি বাতিল করা হোক যাতে তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন , প্রধানমন্ত্রী বলেন তিনি আদালতের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবেন না। তিনি জোর দিয়েই বলেন, বিচার বিভাগকে কোন মতেই রাজনৈতিক স্বার্থের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার হতে দেয়া উচিৎ নয়।

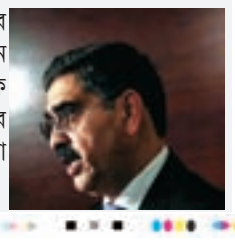

ভারতে আধার নিয়ে ঘোর আঁধার

নয়া দিল্লি ঃ আধার কার্ডের তথ্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে অপরাধীরা। সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ।

আধার কার্ড মানে জাতীয় পরিচয়পত্র। তবে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক নয়। আগেই জানিয়েছিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু বাস্তবে আধার নম্বরের প্রয়োজন হয় প্রতিটি ক্ষেত্রে। দেশের প্রায় সমস্ত ডিজিটল লেনদেনে আধার নম্বর যুক্ত করা বাধ্যতামূলক। আর তাতেই হয়েছে সমস্যা। আধার নম্বর থেকে খোলা বাজারে বেরিয়ে পড়েছে ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য। আর তা ব্যবহার করেই শুরু হয়েছে জালিয়াতি। কলকাতা বিমানবন্দর থানা অঞ্চলের অধিবাসী এক নারী সম্প্রতি পাঁচ লাখ টাকা খুইয়েছেন। তিনি যে সাইবার প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন, আগেই বুঝতে পেরে পুলিশকে জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। তার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা চুরি হয়ে গেছে। ঘটনার সূত্রপাত মাস চারেক আগে। অনলাইনে একটি জিনিস কিনে সেটা ফেরত দেন ওই নারী। এরপর কুরিয়ার সংস্থা থেকে তার কাছে ফোন আসে। বলা হয় তিনি যে পার্সেল পাঠিয়েছেন, তাতে নিষিদ্ধ জিনিস আছে। এরপর মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের নাম করেও ওই নারীর কাছে ফোন আসে। তারা ওই নারীর বহু তথ্য শেয়ার করেন। এরপর অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করার জন্য তাকে ব্যাংক থেকে টাকা পাঠাতে বলা হয়।

এই নারীর ক্ষেত্রে ভয় দেখিয়ে টাকা চুরি করা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে আধার নম্বর এবং আঙুলের ছাপ ব্যবহার হয়েছে যেখানে সেই লিংক ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের আরেক ব্যক্তি ট্রেড লাইসেন্স খুলবেন বলে কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন তার নামে আস্ত একটি সংস্থা তৈরি হয়ে আছে। ওই সংস্থা তার আধার নম্বর, প্যান নম্বর ব্যবহার করে ভুয়া সংস্থা খুলেছে। সংস্থার যে ঠিকানা দেওয়া হয়েছএ, তাও ভুয়া। শেষপর্যন্ত অবশ্য পুলিশ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে। আধারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন সুমন সেনগুপ্ত। সুমন জানিয়েছেন, ''আধার থেকে যে ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হওয়ার সুযোগ আছে, বহু বছর আগেই আমরা তা বলেছিলাম। সরকার সে সময় এসব অভিযোগ গুরুত্ব দেয়নি। মানুষ এবার সমস্যার মুখে পড়তে শুরু করেছে।''

বস্তুত, এই ঘটনাগুলির পরে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা ওঠে। সেখানে নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে, ভোটার কার্ডের জন্য আধার নম্বর আর বাধ্যতামূলক নয়। ওই সংক্রান্ত দুইটি ফর্ম বাতিল করা হচ্ছে।

আধার নম্বর ডিজিটালি লক করার একটি ব্যবস্থা করেছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু অভিযোগ, বারংবার চেষ্টা করেও তা অনলাইন করা যাচ্ছে না। লিংক ফেল হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে কয়েক কোটি নাগরিকের আধার নম্বর নিরাপদ করা হবে, কীভাবে ফাঁস হয়ে যাওয়া তথ্য শনাক্ত করা হবে, কেউ তা জানে না।

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে চীনে সাংবাদিক ও শ্রম অধিকার কর্মীর বিচার

বেইজিং ঃ গুয়াংজুর একটি রুদ্ধদ্বার আদালতে শুক্রবার চীনের দুই বিশিষ্ট অধিকার কর্মীর বিচার কাজ শেষ হয়েছে। সমর্থক ও অধিকারকর্মীরা এই প্রহসনমূলক বিচারের নিন্দা জানিয়ে চীনা কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করেছে এবং তাদেরকে শিগগির মুক্তি দেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। চীনের মিটু আন্দোলন নিয়ে কাজ করে নাম কুড়ানো নিরপেক্ষ চীনা সাংবাদিক হুয়াং শুয়েকিন ও শ্রম অধিকার কর্মী ওয়াং জিয়ানবিংকে ২০২১ এর সেপ্টেম্বরে চীনের পুলিশ গুয়াংজু থেকে গ্রেপ্তার করে। পরের মাসে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগ আনা হয়। হুয়াং ও ওয়াং ২ বছর বিনা বিচারে আটক ছিলেন। এ সপ্তাহেই তাদের সমর্থকরা প্রথম বারের মতো তাদের এই বিচারের তারিখ ও স্থান সম্পর্কে জানতে পারেন। ১৭ সেপ্টেম্বর দেয়া এক বিবৃতিতে, সমর্থকরা অভিযোগ করেন যে হুয়াং ও ওয়াং এর বিরুদ্ধে বানোয়াট অভিযোগ আনা হয়েছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বিচারিক কার্যক্রমকে বিলম্বিত করা হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই মামলায়, অধিকারকর্মীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশের বিরুদ্ধে চীনের আতঙ্ক প্রতিফলিত হয়েছে। আর এর মধ্য দিয়ে, যেকোনো ধরনের বিক্ষোভ দমনে দেশটির কঠোর অবস্থানের প্রতিফলন ঘটেছে। কিছু অধিকারকর্মীর মতে, বেইজিং মনে করছে হুয়াং ও ওয়াং অধিকারকর্মীদের নতুন প্রজন্মের অংশ। যার ফলে তারা চীনের দমন পীড়নের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছেন। এই মামলার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে চীনের কর্তৃপক্ষ কোনো খোলাখুলি মন্তব্য করেনি। ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে গুয়াংজু ইন্টারমিডিয়েট পিপলস কোর্টে শুক্রবার বেশ কয়েকবার ফোন করা হলেও কেউ ফোন ধরেনি। রয়টার্স জানিয়েছে, সাতটি পশ্চিমা দেশের কূটনীতিকদের বিচার চলাকালে আদালতে ঢুকতে দেয়া হয়নি। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি,ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডস। হুয়াং ও ওয়াং এর মামলাকে ঘিরে গোপনীয়তার বিষয়টি চীনের চলমান প্রবণতা হিসেবে বিবেচিত। কর্তৃপক্ষ স্পর্শকাতর মানবাধিকার সংক্রান্ত মামলাগুলোর যেকোনো তথ্য জনগণের সামনে প্রকাশের বিষয়ে বাধার সৃষ্টি করছে। মানবাধিকারের পক্ষে থাকা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো এ কথা জানিয়েছে।

সংঘাত প্রবণ শীর্ষ ৫০ দেশের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন ঃ বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক সহিংসতার মাত্রা নির্ধারণ করেছে এমন একটি নতুন গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বের সবচেয়ে সংঘাত প্রবণ ৫০ টি দেশের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আর এই তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র পশ্চিমা দেশ।

আর্মড কনফ্লিক্ট লোকেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ডেটা প্রজেক্ট বা এসিএলইডি প্রতিবেদনে, যুক্তরাষ্ট্র এই তালিকায় আসার অন্যতম কারণ হিসেবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সহিংসতা এবং উগ্র ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলোর বিস্তার লাভকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এসিএলইডি, যুক্তরাষ্ট্রের উইসকন্সিন রাজ্য ভিত্তিক একটি উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও তালিকা প্রণয়ন বিষয়ক অলাভজনক সংস্থা। বিশ্বের ২৪০ টির বেশি দেশ এবং অঞ্চল থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করেছে তারা। সেপ্টেম্বরের শুরু পর্যন্ত ১২ মাসে, সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সহিংসতার ১ লাখ ৩৯ হাজারের বেশি ঘটনা নথিভূক্ত করেছে। এ সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় ২৭ শতাংশ বেশি।

এক বছরে সংগৃহীত উপাত্তএর ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি দেশ ও অঞ্চলকে চারটি নির্দেশকের মাত্রার ভিত্তিতে সংঘাত সূচকে ক্রম অনুসারে তালিকাভুক্ত করে এসিএলইডি। এই নির্দেশকগুলো হলো মৃত্যু আশঙ্কার তীব্রতা, বেসামরিক ব্যক্তিদের জন্য বিপদের মাত্রা, ভৌগলিক বিস্তৃতি এবং সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা ও বিভক্তি। বেশিরভাগ দেশই কমপক্ষে একটি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে। তবে, এই ৫০টি দেশকে, উচ্চ মাত্রার সংঘাতের কারণে চরম, উচ্চ, বা অশান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সশস্ত্র গোষ্ঠী রয়েছে মিয়ানমারে। এই পরিস্থিতি নিয়ে দেশটি চরম পর্যায়ভুক্ত হয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে। এরপরই রয়েছে সিরিয়া ও মেক্সিকো।

লিবিয়া, ঘানা ও চাদসহ আফ্রিকা ও এশিয়ার ১৯টি দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রকে অশান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এসিএলইডি'র যোগাযোগ বিভাগের প্রধান স্যাম জোনস বলেন, এই তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান প্রমাণ করে, রাজনৈতিক সহিংসতা শুধু দরিদ্র বা অগণতান্ত্রিক দেশেগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়।

জোনস বলেন, বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তাহীনতা এবং সশস্ত্র গোষ্ঠীর বিভাজন বিশেষ করে, এই দুটি সূচকের অবনতির কারণে যুক্তরাষ্ট্র এ তালিকায় এসেছে।

বৈঠক যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা আমাদের নিজ দেশে গণতন্ত্র রক্ষায় বড় আকারের সমস্যা মোকাবেলা করছেন

নিউইয়র্ক শীর্ষ বৈঠকের পর মধ্য এশিয়ায় সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সম্ভাবনা দেখছে যুক্তরাষ্ট্র

নিউইয়র্ক ঃ চলতি সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মধ্য এশিয়ার ৫ দেশের নেতাদের সঙ্গে প্রথম বারের মতো নিউইয়র্কে বৈঠক করেছেন। বৈঠকের পর, যুক্তরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা এই দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখছেন।

২০১৫ সালে এই তথাকথিত সিফাইভ প্লাস ওয়ান কূটনৈতিক প্ল্যাটফর্মের গোড়াপত্তন হয়। তবে, এ সপ্তাহের বৈঠকের আগে শুধু একবার সদস্য দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে বৈঠক করেন। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যায়ের আরো বৈঠক আয়োজনের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী সেক্রেটারি ডনাল্ড লু বলেন, আমি শুনেছি, মধ্য এশিয়ার নেতারা জানিয়েছেন, তারা নিয়মিত এ ধরনের বৈঠকের আয়োজন চান। তিনি ভয়েস অফ আমেরিকাকে জানান, এই সম্মেলন বার্ষিক আয়োজনে রূপ নিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বলেন, ওয়াশিংটন অনুধাবন করে, এই অঞ্চলের দেশগুলো দুই শক্তিশালী প্রতিবেশী রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ত্যাগ করবে না।তার পরও, তারা এই দেশগুলোকে একটি বিকল্প রুপকল্প দিতে খুবই আগ্রহী।

লু জানান, বাইডেন বৈশ্বিক নেতাদের উপদেশ দেয়া থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করছেন, যার মধ্যে মধ্য এশিয়ার নেতারাও রয়েছেন। তিনি স্বীকার করেন, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা আমাদের নিজ দেশে গণতন্ত্র রক্ষায় বড় আকারের সমস্যা মোকাবেলা করছেন।

তিনি বলেন, সিফাইভ প্লাস ওয়ানে বাইডেন গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মতো বিষয়গুলোতে কীভাবে সকলে একত্রে কাজ করতে পারে, সে বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, আমি যা শুনেছি, তাতে মনে হয়েছে পাঁচ নেতাই এ বিষয়ে খুবই ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন এবং তারা নিজ নিজ দেশে সংস্কারের কথা ভাবছেন।

লু নিশ্চিত করেন, মধ্য এশিয়ার পাঁচ দেশের প্রত্যেক নেতাই বাইডেনকে তাদের দেশ সফর করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। লু বলেন, তিনি (বাইডেন) আফগানিস্তানে অনেকটা সময় ব্যয় করেছেন, তিনি পাকিস্তান সফর করেছেন, কিন্তু তিনি মধ্য এশিয়ার কোনো দেশ সফর করেননি আর, তিনি এই দেশগুলো সফর করতে খুবই আগ্রহী।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

করম পরব বা কর্ম পূজা বৃত্তান্ত

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ করম উৎসব বা করম পরববা কর্মপূজা হল কৃষির একটি উৎসবযা ঝাড়খণ্ড, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, অসম, ওড়িশা,পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বাংলাদেশ ও নেপালে পালিত হয়। এই ফসল কাটার উৎসবে উপাসনা করা হয়করম দেবতার,যিনি শক্তি, যুব ও যৌবনের দেবতা।করমদেবতাকে যৌবন ও শক্তির দেবতা মনে করা হয়। উৎসবটি প্রকৃতি ও উর্বরতার উদযাপনকেও চিহ্নিত করে। উপজাতি বা আদিবাসীরা কর্ম গাছের কাছে প্রার্থনা করে এই উৎসব উদযাপন করে। পুরো উৎসবটি কর্ম গাছকে ঘিরে আবর্তিত হয় যা কর্ম দেবতার প্রতীক। দিনে অনেক আচারঅনুষ্ঠান করা হয়। কর্ম (করম) উৎসবের ইতিহাস খুবই আকর্ষণীয় এবং এটি প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা এবং উৎসর্গকেও নির্দেশ করে।

করম পরব মূলত কুড়মি, ভূমিজ, রাজপুত, সরাক, লোহার, বাউরি, বীরহড়, বীরনিয়া, খেরওয়ার, হো, খেড়িয়া, শবর, কোড়া, মাহালি, পাহাড়িয়া, হাড়ি, বাগদি, বেদে, ঘাসি, লোধা ও বৃহৎ জনগোষ্ঠী সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আরণ্যক ও কৃষিভিত্তিক লোকউৎসব এবং অত্যন্ত পবিত্রবলে মান হয়।এটি ভাল ফসল এবং স্বাস্থ্যের জন্য উদযাপন করা হয়।ঝাড়খণ্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হল 'কর্ম পূজা'। এই দিনে বোনেরা তাদের ভাইয়ের জন্য উপবাস করে এবং তার দীর্ঘায়ু কামনা করে।

কিংবদন্তী

করম পূজার সূচনার পিছনে অনেক প্রচলিত কিংবদন্তী রয়েছে যদিও কর্ম উৎসবের প্রকৃত ইতিহাস খুব কমই জানা যায়।

কিংবদন্তী ১

কর্ম উৎসবের প্রথম কিংবদন্তী হল সাত ভাই যারা কৃষক ছিলেন এবং মাঠে খুব পরিশ্রম করতেন। তারা এত ব্যস্ত থাকতেন যে দুপুরে খাবারের জন্য তাদের সময় ছিল না। তাই তাদের স্ত্রীরা দুপুরের খাবার নিয়ে যেতেন। সময় বাঁচাতে মাঠের পাশেই দুপুরের খাবার খেতেন তারা। একদিন এমন হয়েছিল, তাদের স্ত্রীরা দুপুরের খাবার নিয়ে মাঠে আসেনি। তারা সারাদিন ক্ষুধার্ত থাকায়এটা ভাইদের খুব রাগান্বিত করেছিল। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলে করম গাছের চারপাশে তাদের স্ত্রীদের গান গাইতে নাচতে দেখে তারা খুব রেগে যায় এবং ক্রোধে তারা গাছটি উপড়ে জলে ফেলে দেয়। তাছাড়া তাদের ছোট ভাই বাড়িও ছেড়েছিল।

এর পরেই, তাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল কারণ তারা তাদের বাড়ি ,ফসল সমেত সবকিছু হারিয়েছিল এবং কার্যত অনাহারে ছিল। এর মধ্যে ছোট ভাই একজন পুরোহিতের সাথে দেখা করেন যিনি তাকে করমদেবতার শক্তি বলেন ও পূজা করতে বলেন। ছোট ভাই একটি করম গাছ দেখতে পান যা তিনি পূজা করতেন। তারপর তিনি বাড়িতে ফিরে এসে সকলকে করম শক্তির কথা জানান এবং যেদিন থেকে তারা করমদেবতার আরাধনা করেন এবং এইভাবে তাদের সমস্ত হারানো সম্পদ পুনরুদ্ধার করেন।

কিংবদন্তী ২

করম উৎসবের এই কিংবদন্তীটি এমন একজন বণিকের সম্পর্কে যিনি অনেক মূল্যবান জিনিস নিয়ে সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে এসেছিলেন। ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে তিনি তার স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়দের স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করেছিলেন। সবাই করম উৎসব উদযাপনে ব্যস্ত থাকায় কেউ না আসায় তিনি অবাক হওয়ার পাশাপাশি রাগান্বিতও হন। তিনি ক্রোধে কর্ম গাছ উপড়ে ফেলেন এবং এতে করমদেবতার ক্রোধের উদ্রেক হয়। সমস্ত মূল্যবান জিনিস নিয়ে তার জাহাজ সমুদ্রে ডুবে গেল।

তিনি তার ভুল বুঝতে পেরে একজন জ্যোতিষীর পরামর্শ অনুযায়ী কর্ম দেবতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য আরেকটি জাহাজ চালু করেন। তিনি দেবতাকে ভাসমান দেখতে পেলেন এবং তাঁর ভক্তি দিয়ে তাঁকে প্রশ্রয় দিলেন। এইভাবে তিনি তার সমস্ত সম্পদ ফিরে পান এবং সেই দিন থেকে প্রতি বছর করম দেবতার পূজা করা হয়।

পুজোর শুভ সময়

আজ ২৫শে সেপ্টেম্বর কর্ম পূজা উদযাপিত হচ্ছে। কর্ম পূজার দিন, একজন ভোরবেলা ৪টার পরে উপবাস পালন শুরু করে, যেখানে প্রদোষ কালের সময়, শুভ সময় শুরু হচ্ছে৫৩২ এরপরে, যা সারা রাত ধরে চলবে। আগামীকাল ২৬ সেপ্টেম্বরদিন সূর্যোদয়ের পর দই খেয়ে কর্মপূজার পারণ করা যাবে।

পালনরীতি

প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শুক্ল একাদশী তিথিতে করম পরব উৎসব হয়ে থাকে। এর সাতদিন আগে মেয়েরা ভোরবেলায় শালের দাঁতন কাঠি ভেঙে নদী বা পুকুরে স্নান করে বাঁশ দিয়ে বোনা ছোট টুপা ও ডালায় বালি দিয়ে ভর্তি করেন। তারপর গ্রামের প্রান্তে একস্থানে ডালাগুলিকে রেখে জাওয়া গান গাইতে গাইতে তিন পাক ঘোরে। এরপর তাতে তেল ও হলুদ দিয়ে মটর, মুগ, বুট, জুনার ও কুখির বীজ মাখানো হয়। অবিবাহিত মেয়েরা স্নান করে ভিজে কাপড়ে ছোট শাল পাতার থালায় বীজগুলিকে বুনা দেন ও তাতে সিঁদুর ও কাজলের তিনটি দাগ টানা হয়, যাকে বাগাল জাওয়া বলা হয়। এরপর ডালাতে ও টুপাতে বীজ বোনা হয়। এরপর প্রত্যেকের জাওয়া চিহ্নিত করার জন্য কাশকাঠি পুঁতে দেওয়া হয়। একে জাওয়া পাতা বলা হয়। যে ডালায় একাধিক বীজ পোঁতা হয়, তাকে সাঙ্গী জাওয়া ডালা এবং যে ডালায় একটি বীজ পোঁতা হয়, তাকে একাঙ্গী জাওয়া ডালা বলা হয়। যে সমস্ত কুমারী মেয়েরা এই কাজ করেন, তাদের জাওয়ার মা বলা হয়। বাগাল জাওয়াগুলিকে লুকিয়ে রেখে টুপা ও ডালার জাওয়াগুলিকে নিয়ে তারা গ্রামে ফিরে আসেন। দিনের স্নান সেরে পাঁচটি ঝিঙাপাতা উলটো করে বিছিয়ে প্রতি পাতায় একটি দাঁতনকাঠি রাখা হয়। পরদিন গোবর দিয়ে পরিষ্কার করে আলপনা দেওয়া হয় ও দেওয়ালে সিঁদুরের দাগ দিয়ে কাজলের ফোঁটা দেওয়া হয়। পুরুষেরা শাল গাছের ডাল বা ছাতাডাল সংগ্রহ করে আনেন। গ্রামের বয়স্কদের একটি নির্দিষ্ট করা স্থানে দুইটি করম ডাল এনে পুঁতে রাখা হয়, যা সন্ধ্যার পরে করম ঠাকুর বা করম গোঁলায় এবং ধরম ঠাকুর হিসেবে পূজিত হন। কুমারী মেয়েরা সারাদিন উপোষ করে সন্ধ্যার পরে থালায় ফুল, ফল সহকারে নৈবেদ্য সাজিয়ে এই স্থানে গিয়ে পূজা করেন। এরপর সারারাত ধরে নাচ গান চলে। পরদিন সকালে মেয়েরা জাওয়া থেকে অঙ্কুরিত বীজগুলিকে উপড়ে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়ে বাড়িতে বিভিন্ন স্থানে সেগুলিকে ছড়িয়ে দেন। এরপর করম ডালটিকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।পূজার পরে মেয়েরা পরস্পরকে করমডোর বা রাখী পরিয়ে দেয়। এই করমসখীরা, কর্মস্থলে একে অপরকে রক্ষা করে। জঙ্গলে পাখির ডাকের নকলে 'করমড্যের' ডেকে বিপদ জানায়।

করম নাচ

প্রকৃতি মাতার পূজার মাধ্যমে মানুষের দেহে অঙ্কুরোদগমের ইচ্ছা পূরণ হয় বলে একটি সাধারণ বিশ্বাস রয়েছে। তাছাড়া নারীরা ভালো দাম্পত্য জীবনের জন্য প্রার্থনা করেন। করম পূজার রাতে যে নৃত্য পরিবেশিত হয় তাকে ঘুমাইর নৃত্য বলা হয়। এটি মূলত একটি দলগত নৃত্য যা ঢোল ও মাদলের তালে একদল যুবকযুবতীর দ্বারা পরিবেশিত হয়।করম উৎসবের সময় সমস্ত রাত ধরে সুর্যোদয় পর্যন্ত তারা সম্মিলিত ভাবে ভাদরিয়া ঝুমুর গান ও যৌথ নাচ পরিবেশিত করে। এই নাচে শুধুমাত্র অবিবাহিত ও প্রথম বছরের নববিবাহিতা মেয়েরাই অংশ গ্রহণ করতে পারেন। নৃত্যশিল্পীরা অর্ধবৃত্তাকারে হাত ধরাধরি করে এক পা এগিয়ে পিছিয়ে জাওয়া ডালিগুলিকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করেন। একজন উচ্চস্বরে গান শুরু করার পরে নৃত্যশিল্পীরা গান শুরু করে ধীরে ধীরে গানের সুর নামিয়ে আনেন। একই কথা বারে বারে গাওয়া হয়।মেয়েদের পড়নে লুঙ্গি, গামছা কিংবা শাড়ি রূপার গহনা ও মাথায় ফুল। করম নাচে গৃহকাজ কৃষিকাজ ফুটিয়ে তোলা হয়।

আজ পালন করুন পরিবর্তিনী একাদশী

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ আজ ৭ই আশ্বিন ১৪৩০ সোমবার (ইং.২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩) পরিবর্তিনী একাদশী। এই দিনটি পদ্মা একাদশী,পার্শ্ব একাদশী,জলঝুলনী একাদশী,একাদশী জয়ন্তী নামেও পরিচিত। ভাদ্রপদ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিকে বলা হয় পরিবর্তিনী একাদশী।পুরাণ অনুসারে এই বিশেষ দিনে পাশ ফিরে শোন শ্রী বিষ্ণু। পরিবর্তিনী একাদশীতে নারায়ণ ও লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়।মলমাস বা অধিকমাসের কারণে এইবছর এই তিথি আশ্বিন মাসে পড়েছে।

এই দিনে ভগবান বিষ্ণুর বামন রূপের পূজা করার নিয়ম আছে। এই একাদশীর উপবাসে ভগবান বিষ্ণু ঘুমানোর সময় তার পাশ পরিবর্তন করেন, তাই এর নাম পরিবর্তিনী একাদশী।এই দিনে ভগবান বিষ্ণুর বামন রূপের পূজা করার নিয়ম আছে। এই একাদশীর উপবাস দুর্ভাগ্য দূর করে এবং গৃহ ও পরিবারের লোকেদের সুখ প্রদান করে। পরিবর্তিনী একাদশীর দিন উপবাস করে শ্রী হরির মন্ত্র উচ্চারণ করে অভিষেক করলে দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যে রূপান্তরিত হয়।পরিবর্তিনী একাদশী ব্রতের শক্তিতে জাতকের বহু জন্মের পাপ ধুয়ে যায় এবং অবশেষে সে স্বর্গলোকে স্থান পায়।

এই বছর পরিবর্তিনী একাদশীতে অত্যন্ত বিরল শুভ যোগ পড়েছে, যে কারণে এই বছরে এই দিনটির মাহাত্ম্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শুভযোগে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করলে তাঁর ভক্তেরা অনেক বেশি শুভ ফল লাভ করবেন। জেনে নিন পরিবর্তিনী একাদশীর শুভ যোগ, সময় ও এই দিনে কী করা উচিত সে সম্পর্কে বিস্তারিত।

পরিবর্তিনী একাদশীর শুভ মুহূর্ত

এ বছর পরিবর্তিনী একাদশীর তারিখ নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে। একাদশীর উপবাস সর্বদা সূর্যোদয়ের সময় শুরু হয় এবং পরের দিন সূর্যোদয়ের পর শেষ হয়। পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, যখন একাদশীর জন্য পরপর দুটি দিন তালিকাভুক্ত করা হয়, তখন প্রথম দিনে একাদশীর উপবাস করা উচিত।এমন পরিস্থিতিতে, আজ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে একাদশীর উপবাস পালন করা উত্তম হবে।

ভাদ্রশুক্লপরিবর্তিনীএকাদশীরশুরু - ২৫সেপ্টেম্বর২০২৩সকাল৭টা৫৫মিনিটে।

ভাদ্র শুক্ল পরিবর্তিনী একাদশীর অবসান - ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সকালে ৫টায়।

নারায়ণের পুজোর শুভ সময় ঃ ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা ১২ মিনিট থেকে সকাল ১০টা ৪২ মিনিট পর্যন্ত।

পরিবর্তিনী একাদশীর উপবাস ভঙ্গ ঃ ২৬ সেপ্টেম্বর বেলা ১টা ২৫ মিনিট থেকে বেলা ৩টে ৪৯ মিনিটের মধ্যে।

রাহুকাল ঃ ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৭টা ৪১ মিনিট থেকে সকাল ৯টা ১২ মিনিট পর্যন্ত।

পরিবর্তিনী একাদশীর শুভ যোগ

এদিন রয়েছে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র ও শ্রাবণ যোগ। এই দুই যোগই জ্যোতিষ অনুসারে অত্যন্ত শুভ। এদিন কোনও ভালো কাজ করলে তার ফল পাওয়া যায়। এছাড়া এই দিনে গঠিত হবে রবি যোগ, সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ ও সুকর্ম যোগ। এতগুলি শুভ যোগের কারণে পরিবর্তিনী একাদশীর মাহাত্ম্য এই বছর আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিবর্তিনী একাদশীতে এই কাজগুলি অবশ্যই করুন

আপনি যদি আর্থিক সংকটে নাজেহাল হন, তাহলে এই দিনে শ্রীহরিকে কেশর (জাফরান) মিশ্রিত দুধ দিয়ে অভিষেক করুন,হলুদ চন্দন ও জাফরানের সঙ্গে গোলাপজল মিশিয়ে তিলক করুন ভগবানের। নিজের কপালেও এই একই তিলক লাগিয়ে কাজে যান। তারপর হলুদ মিষ্টি নিবেদন করুন। এর ফলে মা লক্ষ্মী প্রীত হবেন এবং আপনি তাঁর আশীর্বাদ লাভ করবেন।

এইদিন দিন বাড়িতে রীতি অনুযায়ীঅত্যন্ত শুভএকাক্ষী নারকেল পুজোর জায়গায় রাখুন, যা দেবী লক্ষ্মীকে আকর্ষণ করে। তাঁর আশীর্বাদ ঘরে থাকে।

গোমাতা'কে খাবার খাওয়ান। এর ফলে ৩৩ কোটি দেব দেবীর আশীর্বাদ লাভ করা যায় বলে ধর্মীয় বিশ্বাস। পরিবর্তিনী একাদশীকে গোমাতা'কে সবুজ শস্য খাওয়ানো অত্যন্ত শুভ।

মন্ত্র জপ

নিঃসন্তান দম্পতিদের একাদশীর দিন থেকে গোপাল মন্ত্র ওম শ্রী হ্রীম ক্লীম গ্লৌঁ দেবকিসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে দেহি মে তনয়াম কৃষ্ণ ত্বামহম শরণম গতঃ জপ করা শুরু করা উচিত। প্রতিদিন এই মন্ত্রের ১০৮ বার জপ করলে শীঘ্রই সন্তান লাভের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

পরিবর্তিনী একাদশী মাহাত্ম্য

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, ভগবান বিষ্ণুর ঘুমের সময়কাল চার মাস স্থায়ী হয়। কথিত আছে, একাদশীর ব্রত কথা শুনলেই মানুষের জীবনে দুঃখ থেকে সুখ আসে। আসুন জেনে নিই পরিবর্তিনী একাদশী ব্রতের ব্রত কথা।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের পার্শ্ব একাদশী মাহাত্ম্য যুধিষ্ঠিরশ্রীকৃষ্ণ সংবাদে এইরকম বলা হয়েছে।

যুধিষ্ঠির মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেনহে কৃষ্ণ! ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম কি? এই ব্রত পালনের বিধি কি এবং ব্রত পালনেই বা কি পুণ্য লাভ হয়?

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেনহে ধর্মরাজ! মহাপুণ্যদা, সমস্ত পাপহারিনী এবং মুক্তিদায়িনী এই একাদশী বাজপেয় যজ্ঞ থেকেও বেশি ফল দান করে।

এই ব্রত পূণ্য ফল প্রদায়িনী, স্বর্গ ও মোক্ষদায়িনী এর মাহাত্ম্য শ্রবণে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। যিনি এই তিথিতে ভক্তিভরে শ্রীবামন ভগবানের পূজা করেন তিনি ত্রিলোকে পূজা পান। যিনি, কমলনয়ন শ্রীবিষ্ণুর পূজা, কমল দ্বারা করেন, তিনি নিসন্দেহে ভগবানের সমীপে গমন করেন। যে পূণ্য এই ব্রতে লাভ হয়, তাহা বাজপেয় যজ্ঞেও লাভ হয় না।

এই একাদশীতে শায়িত ভগবান অনন্ত শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্তন করেন। বাম অঙ্গ থেকে দক্ষিণ অঙ্গে শয়ন করেন তাই এই একাদশীকে পরিবর্তিনী একদশীও বলা হয়। যুধিষ্ঠির মহারাজ বললেন, হে জনার্দন। এই সকল কথা শুনে আমার বড় সন্দেহ হয়, আপনি কিরূপে শয়ন করেন আবার কিরূপেই বা পার্শ্ব পরিবর্তন করেন। চাতুর্মাস্য ব্রত কারীর কি বিধান, আপনার শয়নকালে লোকে তখন কি করে? আপনি বলিমহারাজকে কিজন্য নাগপাশে বেধেছিলেন? হে প্রভু! এই সকল বিষয় কৃপা পূর্বক আমাকে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেনহে রাজন! ত্রেতাযুগে বলি নামে এক অসুরকুলজাত আমার ভক্ত ছিল, সে প্রতিদিন শ্রদ্ধাযুক্তভাবে বিভিন্ন মন্ত্র দ্বারা আমার পূজা করত। ব্রাহ্মণগণ পূজা ও যাগযজ্ঞাদিতে সাহায্য করত। কিছুদিন পর দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি দ্বেষ করে দেবলোক জয় করে নিল। তখন ইন্দ্র ও অন্যান্য দেববৃন্দ স্বর্গরাজ্য হারা হয়ে আমার শরণাপন্ন হল। দেবমাতা অদিতীর পয়ঃব্রত পালনে আমি তাঁর পুত্ররূপে দেবকার্য সাধনের জন্য বামনরূপ ধরে বালক ব্রহ্মচারীর বেশে তৎক্ষণাৎ বলির নিকট ভিক্ষা চাইলাম। সে আমায় পূজা করে আমার অভিরুচী ভিক্ষা দিতে চাইল। অগত্যা আমি তার নিকট ত্রিপাদ ভূমি আশা করলে সে আমায় দিতে সম্মত হলে আমি এক পদ দ্বারা মর্ত্যভূমি, আর এক পদদ্বারা উর্দ্ধলোক সমূহ আক্রমণ করি, তৃতীয় পদের জন্য স্থান চাইলে বলি তখন স্বীয় মস্তক প্রদান করেছিলেন। তার নম্রতা ও শ্রদ্ধায় সন্তুষ্ট হয়ে আমি আশীর্বাদ করেছিলাম যে, হে বলি! আমি সব সময় তোমার নিকট থাকব।

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর দিন আমার অর্থাৎ বামনদেবের শ্রীমূর্তি বলির আশ্রমে স্থাপিত হয়। আর দ্বিতীয় মূর্তি ক্ষীরসাগরে অনন্তশয্যায় শায়িত অবস্থায় স্থাপিত হয়েছে, তাহলে শয়ন থেকে উত্থান একাদশী এই চারমাসকাল চাতুর্মাস্য ব্রত নামে পরিচিত। এই সময় ভগবান অনন্ত শয্যায় শায়িত থাকেন। চাতুর্মাস্যকালে আমার আরাধনা ও প্রতিটা একাদশী পালন করতে হয়। এই একাদশী ব্রত পালনে ভববন্ধন ক্ষয় ও আমাতে ভক্তির উদয় হয়, অন্তে আমার ধাম প্রাপ্তি হয়। এই একাদশী ব্রত শ্রবণে জীবের সকল পাপ বিনষ্ট হয়।

বিদ্যালয়ের আশেপাশে দখল বেকায়দায় পড়ুয়া

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সিউড়ি পাবলিক এনড চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাইস্কুলের মেনগেটের আশেপাশের জায়গা দখল করে খাবার দোকান সহ একাধিক দোকান করে চলছে ব্যবসা । ফলে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে বা বাইরে বেরোতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা,পড়ুয়া থেকে শুরু করে অভিভাবক অভিভাবকদের প্রচন্ড অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে । দোকান পাতাতে কেন্দ্র করে শনিবার সকালে হাতাহাতি পর্যন্ত হয় । প্রধান শিক্ষক সুশান্ত রাহা বলেন, প্রশাসনকে জানাই নাই কিন্তু পৌরসভাকে মৌখিকভাবে জানিয়েছি । বিদ্যালয়ে এখন প্রায় পনেরোশো পড়ুয়া । অত্যনত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি । পেটের ভাত কারো মারতে চাই না কিন্তু বিদ্যালয়ের দিকটাও দেখতে হবে ।

অপহৃত বিশ্বভারতী বিদেশি পড়ুয়া উদ্ধার গ্রেপ্তার বারো

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ শান্তিনিকেতন ইন্দিরাপল্লী ভাড়াবাড়ী থেকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিদেশি পড়ুয়াকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠে দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে । অপহৃত ছাত্রের নাম পান্না চা মায়ানমারের বাসিন্দা । বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে পিএইচডি করছে । একুশে সেপ্টেম্বর দুপুর দুটো নাগাদ সাত থেকে আটজন দুস্কৃতী গাড়ি নিয়ে ভাড়া বাড়িতে এসে জোরপূর্বক ছাত্রটিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় । থানায় মেল করে অভিযোগ দায়ের করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । তিরিশ ঘন্টার মধ্যে অপহৃত পড়ুয়াকে উদ্ধার করে বীরভূম জেলা পুলিশ । বারোজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । তেইশে সেপ্টেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, অবৈধ ব্যাবসা সংক্রান্ত লেনদেন কারনে অপহরণ করা হয়েছে । ছাত্রটি যুক্ত ছিল তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ।ওড়িশার তালসারি বিচ থেকে অপহৃত পড়ুয়াকে উদ্ধার করা হয়েছে । দুবরাজপুরের তিনজন,নানুরের একজন এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর,চনডীপুর ও নন্দকুমার থানার আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে । দুটো গাড়ী,অপহৃত ছাত্রের ফোন উদ্ধার করা হয়েছে । এই মামলার ক্ষেত্রে সিসিটিভি অনেক সাহায্য করেছে । ধৃতদের মধ্যে আজারুদ্দিন মিধা,শেখ আলাউদ্দিন ও আতাউল্লা শেখকে তেইশে সেপ্টেম্বর বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় । চোদ্দো দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক ।

পঞ্চায়েত সমিতির নির্দল সদস্যা তৃনমূলে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ দুবরাজপুর পঞ্চায়েতসমিতি তেরোনং আসন থেকে জয়ী হয়েছিল নির্দল প্রার্থী সামসুননেহারা বিবি । দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে রবিবার তৃনমূলে যোগদান করে । তৃনমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূল জেলা সহসভাপতি মলয় মুখ্যাজী । তৃনমূলে যোগদান করার পর সামসুন্নাহারা বিবি বলেন, আমরা বরাবরই তৃণমূল করতাম । পরিস্থিতির জন্য নির্দল প্রার্থী হয়েছিলাম । কাজ করার জন্য তৃনমূলে যোগদান করলাম ।

কুর্মি, মাহাতোদের অপশিলী উপজাতিতে অন্তর্ভূক্তির প্রতিবাদে গাজোলে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযান ও ঝাড়খন্ড দিশম পার্টি বিক্ষোভ দেখান

মালদা ঃ কুর্মি, মাহাতোদের অপশিলী উপজাতিতে অন্তর্ভূক্তির প্রতিবাদে গাজোলে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযান ও ঝাড়খন্ড দিশম পার্টি বিক্ষোভ দেখান। কুর্মি, মাহাতোদের এগিয়ে নিয়ে আসার ফলে প্রকৃত তপশিলী উপজাতির মানুষকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাদের। মঙ্গলবার গাজোলের ঝাড়খন্ড দিশম পার্টির অফিস থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করে সারা গাজোল শহর পরিক্রমা করে বিদ্রোহী মোড় ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। ঝারখান্ড দিশম পার্টির গাজোল ব্লক সভাপতি শ্যামল মূর্মু জানান কুর্মি, মাহাতোদের এসটি সূচিতে শামিল করা মানছি না মানবো না। কুর্মি, মাহাতোদের এসটিতে অন্তর্ভূক্তি করার ফলে প্রকৃত আদিবাসীদের জীবন্ত হত্যা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। অবিলম্বে তা প্রত্যাহার না করা হলে বড়সড় আন্দোলন হবে আমাদের।

হায়দরাবাদে কাজে গিয়ে মৃত্যু মালদার পরিযায়ী শ্রমিকের

মালদা ঃ আবারও ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের। কালিয়াচক থানার আলিপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শেরশাহীর রান্নু চক এলাকার এক পরিযায়ী শ্রমিক এক মাস আগে কাজে গিয়েছিল হায়দরাবাদে। জানা যায় শনিবার কাজ করার সময় সন্ধ্যা নাগাদ মেশিনে বিদ্যুৎ পিষ্ট হয়ে আহত হয় সে। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে । বুধবার মৃত পরিযায়ী শ্রমিক আকিদুল শেখ (৩৫) মৃতদেহ ফিরে আসে বাড়িতে। কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের লোকজন। এলাকার নেমে আসে শোকের ছায়া। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিক এর পরিবারে রয়েছে তার স্ত্রী সাবিয়া বিবি ও তার তিনটি নাবালক সন্তান । পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী ছিল ঐ শ্রমিক। তার মৃত্যুতে সমস্যায় পড়েছে তার পরিবার । সরকারের কাছে কাজের ও আর্থিকভাবে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে মৃত শ্রমিকের পরিবার । কংগ্রেসের মুখপাত্র রিয়াউল হোসেন বলেন এলাকায় কাজ না থাকার জন্যই ভিন রাজ্যের পাড়ি দিচ্ছে প্রচুর শ্রমিক। বিভিন্ন কারণে ভিন রাজ্যে গিয়ে মারা যাচ্ছে শ্রমিকরা। রাজ্য সরকার কোনই কাজ করছে না, কল কারখানা নেই মালদা মুর্শিদাবাদে। সেই কারণেই অন্য রাজ্যে যেতে হচ্ছে বহু শ্রমিককে । পরিবারের পাশে থাকা সহ আর্থিকভাবে সাহায্যের আশ্বাস দেন কংগ্রেস নেতা রিয়াউল হোসেন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

তিস্তা খালে ডুবে মারা যাওয়া মৃগাঙ্ক চৌধুরীর বন্ধু স্বপ্নিল নন্দী গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ জীবনটা সবে শুরু হয়েছিল। বয়স মাত্র ২৪ বছর। এই বয়সেই না ফেরার দেশে হারিয়ে গেলেন মৃগাঙ্ক চৌধুরী। মৃগাঙ্ক যে নেই তা আর মানতে পারছেন না তাঁর বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যরা। মৃগাঙ্কের ফেসবুক ওয়ালেও শোকপ্রকাশ করছেন পরিচিতরা।ছোটবেলা থেকে গিটারিস্ট হওয়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর।এছাড়াও ছবি তোলারও নেশা ছিল।সেই মৃগাঙ্ককে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার।গত শনিবার ফুলবাড়ির তিস্তা ক্যানেলে পড়ে যায় মৃগাঙ্ক। এরপর সোমবার দেহ উদ্ধার হয়। কিন্তু মৃগাঙ্কের পরিবারের অভিযোগ তাঁকে খুন করা হয়েছে। পরিবারের তরফে শিলিগুড়ির এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপরই সোমবার মৃগাঙ্কের বন্ধু স্বপ্ননীল নন্দীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। স্বপ্ননীলকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ। পরিবারের সদস্যদের দাবি, মৃগাঙ্কের দেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সোমবার দেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে। এদিকে স্বপ্ননীলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার রহস্যভেদ করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শিলিগুড়িতে রমরমা চলছিল ওয়ান ডিজিটের কারবার

শিলিগুড়ি ঃ ওয়ানডিজিটের এই কারবারের খবর পেতেই অভিযান চালালো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশ। পুলিশের হাতে আটক ৫।

ভক্তিনগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে শিলিগুড়ি পৌরসভার ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বোতল কোম্পানি এলাকায় চলছে ওয়ান ডিজিটের কারবার। এই খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে হানা দেয় শিলিগুড়ি ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ওয়ানডিজিটের ওই ঠেক থেকে আটক হয় পাঁচ জন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে তার মধ্যে দুজন ওয়ান ডিজিটের কারবারি। আটক পাঁচজনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ওয়ান ডিজিট এর কারবারের সাথে আর কারা জড়িত রয়েছে তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

ক্লাস চলাকালীন আচমকা স্কুল ছাত্রী দের উপর সিলিং ফ্যান ভেঙ্গে পরায় আহত দুই স্কুল ছাত্রী

কোচবিহার ঃ ক্লাস চলাকালীন আচমকা স্কুল ছাত্রী দের উপর সিলিং ফ্যান ভেঙ্গে পরায় আহত দুই স্কুল ছাত্রী। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে মেখলিগঞ্জ ব্লকের উছলপুকুরি কৃষক উদ্যোগ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।ঘটনায় জখম হয়েছেন একাদশ শ্রেনির দুই ছাত্রী কৃত্তিকা বর্মন এবং বর্নালী রায়। কৃত্তিকা বর্মনের মাথায় ফ্যান ভেঙ্গে পড়ায় সে গুরুতর আঘাত পায়।তাকে প্রথমে জামালদহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জলপাইগুড়িতে পাঠানো হয়েছে। অপর ছাত্রী বর্নালী রায়কে জামালদহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি বাবলু হোসেন জানান, আচমকা এধরনের ঘটনায় আমরা হতভম্ব।

রাস্তা ও চা ব্যাগানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে রেশন কার্ড,এমনই চিত্র ধরা পড়লো চোপড়ায়

উত্তর দিনাজপুর ঃ রাস্তায় ও চা বাগানের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে রেশন কার্ড,আর সেই কার্ড গুলি খেলার জন্য কুড়িয়ে নিয়ে গেল কচিকাঁচারা বলে দাবি স্থানীয়দের। এমনই চিত্র ধরা পড়লো চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কস্তুরী চা ফ্যাক্টরি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,গতকাল থেকে ওই এলাকায় কয়েকশো প্যাকেট ভর্তি রেশন কার্ড পড়েছিল।সেই কার্ড গুলি এলাকার কচিকাঁচারা খেলার জন্য কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। বুধবার ঘটনাটি নজরে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসীর অনুমান কার্ড গুলি বিলি না করে কেউ বা কারা এখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। শুধু মাঝিয়ালি এলাকার কার্ড নয়, চোপড়া ব্লকের বেশ কিছু এলাকার কার্ড রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গতকালই এলাকার কচিকাঁচাদের নজরে পড়তেই প্যাকেট ছিড়ে কার্ড গুলি নিয়ে যেতে দেখেছে অনেকেই। প্রশ্ন উঠছে এতো পরিমাণ রেশন কার্ড বিলি না করে কেন এখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছে,নাকি কার্ড গুলি পোস্ট অফিস থেকে এনে এখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছে তা নিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে নানান প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এবিষয়ে চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি ফজলুল হককে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, বিষয়টি চোপড়া ফুড সাপ্লাই আধিকারিক ও পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। কারণ এই রেশন কার্ড গুলি পোস্ট অফিস থেকে বিলি করার কথা। কিন্তু সেখানে কি করে আসলো তা তদন্ত করে দেখার জন্য প্রশাসনকে বলা হয়েছে বলে জানান তিনি।

কয়েক দফা দাবিতে চা বাগানের গেটে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি ঃ চা শ্রমিকদের সঠিক সময়ে বোনাস প্রদান, ন্যূনতম মজুরি ও জমির পাট্টা প্রদান সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে গেট মিটিং করলেন শ্রমিকরা।বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের জয়েন্ট ফোরামের নেতৃত্বে বুধবার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান সহ জেলার বিভিন্ন বাগানে গেট মিটিং করতে দেখা যায় চা শ্রমিকদের।গেট মিটিংয়ের পর বিভিন্ন দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় বাগান কর্তৃপক্ষের হাতে। ফোরামের নেতা প্রফুল্ল লাকড়া অভিযোগ তুলেন, হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বাগান মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি প্রদান করতে চাইছে না।এজন্য ন্যূনতম মজুরি, জমির পাট্টা ও বোনাস সহ বিভিন্ন দাবিতে এই গেট সভা করা হয়েছে।সভায় এদিন বক্তব্য রাখেন রোহিত রৌশন তিরকি সহ অন্যান্য শ্রমিক নেতারা।

অপরাধমূলক কার্যকলাপ রুখতে শিলিগুড়ি থানায় স্মারকলিপি প্রদান করলো বিজেপি

শিলিগুড়ি –শিলিগুড়ি শহর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্রমশ বেড়েই চলেছে অপরাধমূলক কার্যকলাপ, এরই প্রতিবাদে শিলিগুড়ি থানায় স্মারকলিপি প্রদান করলো ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার ৪ নং মন্ডল কমিটি।বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ি থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তারা এবং তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেয়। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরিজিৎ দাস বলেন, সম্প্রতি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩নং ওয়ার্ডে এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়, এর আগে একাধিক খুনের ঘটনা ঘটেছে। শহরের আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। পুলিশ প্রশাসন যাতে এধরণের ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনে তার দাবি জানানো হয় এদিন।

লেখক ও পাঠকদের ভালোবাসা নিয়ে ষষ্ঠ বর্ষে পৌঁছে গেল অনলাইন ম্যাগাজিন নেট ফড়িং

কোচবিহার ঃ লেখক ও পাঠকদের ভালোবাসা নিয়ে ষষ্ঠ বর্ষে পৌঁছে গেল অনলাইন ম্যাগাজিন নেট ফড়িং। কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটি হলঘরে লেখক ও পাঠকদের উপস্থিতিতে প্রকাশিত হল নেট ফড়িং এর জন্মদিন সংখ্যা ও তিনটি একক কাব্যগ্রন্থ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট কবি, লেখক ও সাহিত্যিকেরা। এছাড়া নেট ফড়িং এর নিয়মিত পাঠক ও শুভাকাঙ্খীরা উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। এদিনের অনুষ্ঠানে বেলা শেষের গান, জীবন মনের কবিতা ও তুমি যেই এসে দাঁড়ালে শীর্ষক তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। নেট ফড়িং এর লেখক লেখিকারা নিজেদের লেখা কবিতা পাঠ করে শোনান, গান, গল্প আড্ডায় মেতে ওঠেন সকলে নেট ফড়িং এর জন্মদিনের এই অনুষ্ঠানে। এদিন নেট ফড়িং এর শুভাকাঙ্ক্ষীদের 'ফড়িং বন্ধু' সম্মাননা ও নেট ফড়িং এর লেখক লেখিকাদের 'লেখক সম্মাননা' প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে কাটা হয় ষষ্ঠ বর্ষের বিশেষ কেক সেইসাথে পাঠক ও লেখকরা সমবেতভাবে গেয়ে ওঠেন নেট ফড়িং এর থিম সং 'নেটে নেটে ঘুরে বেড়ায় নেট ফড়িং। ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে বিশেষ আলোড়ন ফেলেছে নেট ফড়িং। ভারত, বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে থাকা বাংলা ভাষাভাষী মানুষ নিয়মিতভাবে এই ম্যাগাজিন পড়ছেন। নেট ফড়িং এর সম্পাদক বিক্রম শীল জানান অনলাইন ম্যাগাজিন নেট ফড়িং এর পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর। সেদিন প্রকাশিত হয় নেট ফড়িং এর প্রথম সংখ্যা। তার পরবর্তীতে অনলাইনের পাশাপাশি প্রকাশ করা হয়েছে বেশ কিছু মুদ্রণ সংখ্যাও। দুর্গা পূজা, বইমেলা, বাংলা নববর্ষে সেই সংখ্যাগুলো প্রকাশিত হয়েছে নতুন আঙ্গিকে। সেইসাথে গত এপ্রিল মাস থেকে শুরু হয়েছে একক বই এর কাজ। এখন প্রতি মাসেই একটি করে মুদ্রণ সংখ্যাও প্রকাশিত হচ্ছে। কোচবিহার থেকে শুরু হওয়া এই ম্যাগাজিন ইন্টারনেটের সৌজন্যে আজ পৌঁছে গেছে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে। স্বাভাবিকভাবেই জেলার সাহিত্যপ্রেমী মানুষেরা ভীষণ খুশি ও গর্বিত নেট ফড়িং কে নিয়ে।

মহকুমা ঘোষণা হতেই মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্টার শহরজুড়ে

ধূপগুড়ি ঃ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ধূপগুড়িকে মহকুমা হিসেবে ঘোষণা হতেই খুশির হাওয়া ধূপগুড়িতে।একদিকে মহকুমা গঠনের প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রচারে ব্যস্ত শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ঠিক তখন ধূপগুড়িবাসী আনন্দিত। আনন্দের জোয়ারে ভেসে শহর জুড়ে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যানার লাগানো হয়েছে। এমনিতেই উত্তরবঙ্গের বিগ বাজেটের দুর্গাপূজা কমিটিগুলোর অন্যতম হলো ধূপগুড়ির পূজা কমিটিগুলো। এছাড়াও ধূপগুড়ির দীপাবলী উৎসব ও শ্যামাপূজা রাজ্যের মধ্যে। ইতিমধ্যে সেই সমস্ত দুর্গাপূজা ও শ্যামাপূজা কমিটিগুলো পূজার প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে। আর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি শহরের প্রায় সমস্ত ক্লাব, পুজো কমিটি, ব্যবসায়ী সংগঠন এবং সামাজিক সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাগানো হয়েছে পোস্টার, ফ্লেক্স।বেশ কয়েকজন জানান, মহকুমা পাওয়াটা আমাদের কাছে অনেক বড়ো ব্যাপার। রাজ্য সরকার ধূপগুড়িবাসীর স্বপ্ন পূরণ করেছে। তাই আমরা কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই রাজ্য সরকারকে। আগামী দিনে দ্রুত পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো তৈরি হবে বলেই আশা রাখি।

একরাত্রেই একাধিক দোকানে চুরির ঘটনা রাজগঞ্জের পারমুন্ডা মোড়ে

জলপাইগুড়ি ঃ দুর্গাপূজার আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, আর সেই মুহূর্তের ঠিক আগেই রাজগঞ্জের পারমুন্ডা মোড়ে একাধিক মুদি এবং নানান দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। সারাদিন দোকান করার পর, রাত্রে যখন ঘুমোতে ব্যাস্ত পারমুন্ডা মোড়ের এদকাধিক দোকানদার। ঠিক তখনই প্রায় ৬ থেকে ৭ টি দোকানে, দোকানের তালা ভেঙে দোকানের সামগ্রী চুরি করে পালাল দুষ্কৃতীরা।

পারমুন্ডা মোড়ের চুরি যাওয়া সেই সব দোকানদারদের অভিযোগ, রাত্রে কে বা কারা এসে প্রায় একাধিক দোকানে দোকানের দরজা ভাঙচুর করে তালা ভেঙে দোকানের সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। এক একটি দোকানে প্রায় অনেক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ চুরি হওয়া সেই একাধিক দোকানদারদের। ঘটনার খবর পেয়ে আজ সকালেই ঘটনাস্থলে হাজির হন মিলনপল্লী পুলিশ। পুলিশ এসে সেই সব দোকানদার সাথে কথা বলেন। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

বাড়ি থেকে প্রায় ১ কিমি দূরে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর

মালদা ঃ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামীকে অপহরণ করে খুনের অভিযোগ।বাড়ি থেকে প্রায় ১ কিমি দূরে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য মালদার রতুয়া ২ ব্লকের শ্রীপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাতর গ্রামে। অপহরণ করে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য স্বামীকে খুন করা হয়েছে বলে দাবি মৃতার পরিবার বর্গের। ঘটনাই পুখুরিয়া থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম সাদেক আলী।বয়স ৫০। শ্রীপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা আনোয়ারা বিবির স্বামী। পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর এমন রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অপহরণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের।পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে ফটোতে বাড়ির বাইরে থেকে উধাও হয়ে যায় পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী। খোঁজাখুঁজি করেও কোন হদিস না পাওয়ায় রাতেই তারা পুলিশের দ্বারস্থ হয়। পুলিশ ও তৎপরতার সাথে খোঁজাখুঁজি চালাচ্ছিলেন। বুধবার দুপুর নাগাদ রক্তাক্ত দেহ ঝোপঝাড়ের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর যায় পুলিশ সহ পরিবারের কাছে। তৎপরতার সাথে পুখুরিয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পরিবারের দাবি, রাতে ফোন করে কেউবা কারা এক লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। অপহরণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের।

হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি, যোগ দেবেন একাধিক কর্মসূচিতে। গৃহ সম্পর্ক অভিযান উপলক্ষে মালিক পরিবারে সকাল থেকে চলছে নানা রান্নাবান্নার আয়োজন

হাওড়া ঃ রাজাপুর দক্ষিণ বাড়িতে পলাশ মালিকের বাড়িতে আসছেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রী স্মৃতি জুবিন ইরানি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গৃহ সম্পর্ক অভিযান করবেন। এই উপলক্ষে গ্রামের কর্মীর বাড়িতে সকাল থেকেই রান্নাবান্না সহ অতিথি আপ্যায়নের বিভিন্ন আযোজন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে পরিবারের মহিলা সদস্যা রুমা মালিক বলেন, দিদি আসছেন আমরা খুবই খুশি, ওনার জন্য আমরা গরীব ঘরে বাঙালি খাবারের আযোজন করেছি। ভাত, পটল চিংড়ি, শুক্তো, সর্ষে ইলিশ, রুই মাছের কালিয়া, চাটনি, পাপড়, মিষ্টি বিভিন্ন রকম খাবারের আযোজন করেছি। সকলে মিলে মা কাকীমা সকলে মিলে আমরা রান্নার আযোজন করেছি। আরেক মহিলা সদস্যা সুচিত্রা হাজরা বলেন, বাঙালি রান্নার আযোজন আমরা করেছি। খুবই আনন্দিত যে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি আমাদের মতো গরিবের বাড়িতে আসছেন। ১৫ বছর হলো এখানে দক্ষিণ বাড়ীতে এসেছি। কিন্তু এত বড় মাপের কোনও মন্ত্রী আমাদের এখানে আসেনি। বিশেষ করে আমাদের বাড়িতে উনি আসছেন। এটা ভেবেই আমরা খুব আনন্দিত। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি আজ হাওড়ার জগৎবল্লভপুর সহ চামরাইল, জগদীশপুর বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। পার্টি কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক, তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জন সম্পর্ক স্থাপন, জনসংযোগ বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর।

সরকারি ইটভাটার ফাঁকা জমি দখলের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে

নদিয়া ঃ জমি দখলে ফের খবরের শিরোনামে নদিয়ার কল্যাণী। সরকারি ইটভাটার ফাঁকা জমি দখলের অভিযোগ উঠল খোদ তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। নাম জড়ালো এক তৃণমূল নেতারও। মুখ্যমন্ত্রীকে অভিযোগপত্র পাঠালেন কংগ্রেস নেতা। ঘটনাটি, নদিয়ার কল্যাণী পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। কল্যাণী পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর হলেন শ্যামল দাস। ভুট্টাবাজার থেকে মাঝেরচরের দিকে যেতে রাস্তার বামদিকে পড়বে এই সরকারি ইটভাটা। ইটভাটা সংলগ্ন রয়েছে ফাঁকা জমি। অবাক হবেন, এই জমিতে নেই কোনো ঘরবাড়ি। অথচ এই ফাঁকা জমির অকুপাই ট্যাক্স চালু করে দিয়েছে কল্যাণী পুরসভা। মোট ১৩ জনের নামে অকুপাই ট্যাক্স চালু করেছে কল্যাণী পুরসভা। যার মধ্যে নাম রয়েছে খোদ তৃণমূল কাউন্সিলার শ্যামল দাসের ও শ্যামলের ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল নেতার। জানা গিয়েছে, এই ১৩ জন প্রত্যেকেই কাউন্সিলারের এবং ওই তৃণমূল নেতার পরিবারের সদস্য। এমনটাই অভিযোগ কংগ্রেস নেতা কৃষ্ণ মাহাতোর।

এই ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কল্যাণী পুরসভা।

জমি নিয়ে বিবাদ, আর সেই জমির উপর তৈরি করা ঘর ভাঙচুর। বাধা দিতে গেলে গুলিবিদ্ধ এক এবং ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত একাধিক

নদীয়া ঃ জমি নিয়ে বিবাদ, আর সেই জমির উপর তৈরি করা ঘর ভাঙচুর। বাধা দিতে গেলে গুলিবিদ্ধ এক এবং ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত একাধিক। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার নাকাশিপাড়া থানার ঘূর্ণি এলাকায়। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ওই এলাকার বাসিন্দা কালিম শেখ। প্রাথমিকভাবে তাকে উদ্ধার করে বেথুয়া ডহরি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে বর্তমানে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জানা যায় নাকাশিপাড়ার হরোনগরের ঘূর্ণি এলাকায় একটি জমি নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। অভিযোগ ওঠে এদিন সকাল ১১টা নাগাদ একদল দুষ্কৃতী ওই জমির উপর তৈরি একটি বাড়ি আচমকা ভাঙচুর করতে আসে। তাদের প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র এবং ধারালো অস্ত্র ছিল বলে অভিযোগ। এরপরেই ভাংচুর চলাকালীন বাধা দিতে এলে তিন রাউন্ড গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। একটি গুলি গিয়ে সরাসরি পায়ে লাগে কালিম শেখের। অন্যদিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বেশ কয়েকজনকে আঘাত করা হলে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তারা। চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে এরপরে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। প্রাথমিকভাবে এলাকাবাসী তাদের উদ্ধার করে বেথুয়া ডহরি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতদের সেখানেই চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে গুলিবিদ্ধ ওই ব্যক্তিকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

আক্রান্ত পরিবারের এক সদস্য বলেন, হঠাৎ করে কয়েকজন দুষ্কৃতি আমার ভাইয়ের ঘর ভাঙতে আসে। বাধা দিতে গেলে ওরা গুলি চালায়।

ওই গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী জাহিরুল শেখ বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকার বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতি এলাকায় উত্তপ্ত করছিল। এর আগেও একাধিক বার অশান্তিতে জড়িয়েছে তারা। এদিন একটি ঘর ভাঙচুর করতে এলে ঘটনার সূত্রপাত হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে দুষ্কৃতী।

অন্যদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ এসে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে দোষীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

বক্তব্য, ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য স্বামী জাহিরুল শেখ এবং আক্রান্ত পরিবারের এক সদস্যার

বাড়িতে এসে এক ব্যক্তিকে গুলি চালিয়ে পালিয়ে গেল দুই দুষ্কৃতী

বর্ধমান ঃ বুধবার বাড়িতে এসে এক ব্যক্তিকে গুলি চালিয়ে পালিয়ে গেল দুই দুষ্কৃতী। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে খন্ডঘোষ থানার কৈয়ড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আড়িন গ্রামে। অভিজিৎ রায় নামে ওই যুবকের কাঁধে গুলি লেগেছে বলে জানা গেছে। তাকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এদিকে গ্রামে গুলির আওয়াজ পেয়ে হতভম্ভ গ্রামের মানুষ। ঘটনার তদন্তে নেমেছে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাধবডিহি এলাকার বাসিন্দা বিকি শেখ নামে এক ব্যক্তির কাছে দেড় লক্ষ টাকা গাড়ি কেনাবেচার ব্যাপারে ধার নিয়েছিল আড়িন গ্রামের অভিজিৎ। এদিন সকালে সেই টাকা ফেরত নিতে মোটর সাইকেলে বিকি শেখ ও আরেকজন অভিজিতের বাড়িতে আসে। সেখানেই প্রথমে দু পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে গুলি চালিয়ে দেয় বিকি শেখ। পুলিশ দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।এই বিষয়ে গুলিবিদ্ধ অভিজিৎ রায়ের বাবা সুকান্ত রায় জানান আমিতো বাড়ি ছিলাম না আমার ছেলে পুরাতন গাড়ি কেনা বেচা করে,একজন গাড়ি নেবো বলে এডভ্যান্স করেছিলো দেড়লাখ টাকা।সেই দেড়লাখ টাকা গাড়ি বালাকে দিয়ে দিয়েছে ,বাকি টাকাতো ফাইনান্স করতে হয়,সেরজন্য ফাইনান্সটা হচ্ছিলোনা ওই ভদ্রলোকের ঠিকানাটা আমাদের এখানকার নয় ।ওই ভদ্রলোক বললো তাহলে গাড়ি নেবোনা তুমি আমার টাকাটা ফিরদ দাও যথারিতি এডভান্সের টাকা ৫০হাজার টাকা ফিরদ দিয়েছে বাকি এক লাখ টাকা পেতো।পাচ ছয় মাস হচ্ছে।১১সেপ্টেম্বর আমার বাড়িতে এসে হুমকি দেখিয়ে গেছে যে দুষ্কৃতিরা গুলি করেছিলো তিনি আর তার স্ত্রী ।আমি বাড়িতে থাকিনা যেহেতু।দিয়ে আজকে এসেছিলো ছেলে শুয়ে রয়েছে,তখন আমার ছেলের কাছে এসে বলছে আমার মা নাসিংহোমে ভর্তি আছে টাকা দাও,তখন আমার ছেলে বলেছে আমার কাছেতো ঘরে টাকা নেই এখন তুমি যাও আমি কিছু টাকা ফোন পে করে দিচ্ছি যথারিতি সে চলে যায় আবার ফের ঘুরে এসে গুলি করে

আর্থিক প্রতারণার শিকার এক স্কুল শিক্ষিকা। দু'দফায় তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ১৩ হাজার টাকা খোয়া গেছে বলে দাবি

বাঁকুড়াঃ আর্থিক প্রতারণার শিকার এক স্কুল শিক্ষিকা। দু'দফায় তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ১৩ হাজার টাকা খোয়া গেছে বলে দাবি, খাতড়ার হেত্যাশোল সম্মিলনী হাই স্কুলের পার্শ্বশিক্ষিকা দীপিকা মাহাতোর। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষিকার তরফে ইতিমধ্যে খাতড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে। বুধবার পার্শ্বশিক্ষিকা দীপিকা মাহাতো বলেন, একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের খাতড়া শাখায় তাঁর একটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে। ওই অ্যাকাউন্ট থেকে গত ৮ সেপ্টেম্বর ১০ হাজার টাকা ও ১২ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দফায় আরো তিন হাজার টাকা কেউ বা কারা তুলে নেয়। বিষয়টি 'প্রতারণা' দাবি করে খাতড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বলে তিনি জানান।

যতীন দাসের মৃত্যু বার্ষিক উপলক্ষে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে আজ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন কলকাতা মহানগরী তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরাদ হাকিম, রাসবেরি কেন্দ্রের বিধায়ক দেবাশীষ কুমার, দক্ষিণ কলকাতা সংসদ মালা এবং সুব্রত বক্সি

কলকাতা ঃ অভিষেক বন্দোপাধ্যায় কে বাঘের বাচ্চা বলে সম্বোধন করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিন মহান বিপ্লবী যতীন দাসের আত্মবালিদান দিবসে মাল্যদান করতে এসে দাবি ফিরহাদ হাকিমের। এদিন তিনি বলেন যে আজকে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ছিল । তার পরেও তাকে আজকে নোটিশ দিয়ে অন্যায় ডাকা হল। তিনি বলেন আমি ধন্যবাদ জানায় অভিষেক কে যে পরোয়া করেনি । সেই চাইলে একটা চিঠি দিয়ে বলতেই পারতো। কিন্তু সে চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে বলেছে যে আমি জিজ্ঞাসাবদের মুখোমুখি হবে। তিনি আরো বলেন অন্যায় ভাবে ডাকা আর নিরুপায় ভাবে মানুষ কে ডাকা। যে জন্য অন্যায় করেনি। সেটা সমান ভাবে অন্যায়। এজেন্সি কে আমরা সম্মান করি ,সংস্থা দের আমরা সম্মান করি। কিন্তু দুঃখ লাগে যখন ক্ষমতার অপব্যাবহার এজেন্সি দের কাজে লাগানো হয়। দেশের শ্রেষ্ট আধিকারিক এই সংস্থা আছে। একটু মস্তিস্কপ্রসূত একটা অন্যায়ের পিছু লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ দেশের মানুষের অর্থ নিয়ে নীরব মোদী, মেহুল চস্কিরা দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে বলে এদিন অভিযোগ করেন ফিরহাদ হাকিম।

বেপরোয়া লরির ধাক্কা যাত্রী বোঝাই টোটোতে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হলো চারজন কৃষকের । আহত হয়েছেন দুইজন।

মালদা ঃ বেপরোয়া লরির ধাক্কা যাত্রী বোঝাই টোটোতে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হলো চারজন কৃষকের । আহত হয়েছেন দুইজন। তাদের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে। লরির ধাক্কায় দুমড়ে মুচরে গিয়েছে টোটোটি। মঙ্গলবার সাতসকালে মর্মান্তিক এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার আহোড়া শ্যামনগর এলাকার ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনার পর লরি নিয়ে পালিয়ে যায় চালক। এরপরই ওই এলাকার জাতীয় সড়কে তীব্র যানজট বেঁধে যায় । দুর্ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় গাজোল থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা নিয়ে টোটো চালক সহ মোট ৬ জনকে উদ্ধার করে প্রথমে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে চারজনের মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেন কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। বাকি দুইজন গুরুতর জখম হওয়ায় তাদের মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , মৃতদের নাম দীপেন রায় (৩৬), সুরঞ্জন বিশ্বাস (৪৫), পরান বিশ্বাস (৪৬) এই তিনজনের বাড়ি গাজোলের আহোড়া সংলগ্ন গৌরাঙ্গপুরে। অপর একজনের নাম ননিগোপাল বিশ্বাস (৫০)। তার বাড়ি আহোড়া সংলগ্ন কালিনগর এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আহোড়ার কমল বিশ্বাস (৫০) ও টোটো চালক সুনীল মণ্ডল (৫০)। তাদের বাড়িও আহোড়া এলাকায় । আহতদের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে , এদিন গাজোলের আহোড়ার গৌরাঙ্গপুর এলাকার চার কৃষক একটি টোটোতে ঢেঁড়শ বোঝাই করে গাজোল কিষাণ মান্ডি নিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই টোটোর সামনে চালকসহ আরো এক যাত্রী ছিল। কিষান মান্ডি যাওয়ার পথে গাজোলের শ্যামনগর সংলগ্ন ৫১২ নং জাতীয় সড়কে তারা ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। শিলিগুড়িগামী একটি পণ্য বোঝায় লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোতে সজোরে ধাক্কা মারে। সেই ধাক্কায় টোটোটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই চারজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছে, টোটোটি যাত্রী নিয়ে জাতীয় সড়ক দিয়ে সঠিকভাবে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ বিকট আওয়াজের পর দেখা যায় রাস্তার ধারে টোটোটি দুমরিয়ে মুচড়ে পড়ে আছে। আর সেখানেই ওই যাত্রী চালকেরা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এরপরই এলাকার লোকজন গিয়ে টোটোর যাত্রীদের উদ্ধার করে। গাজোল থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃত চারজনই পেশায় কৃষক। প্রতিদিনের মতো এরা এদিন টোটোতে ঢেঁড়স বোঝাই করে গাজোলের কিষাণ মান্ডি যাচ্ছিল। তখনই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনার পর লরি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে চালক। ঘাতক লরি ও চালকের খোঁজ শুরু করা হয়েছে।

একাধিক দাবিতে গণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করলো সিপিআইএম

শিলিগুড়ি ঃএকাধিক দাবিতে গণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করলো সিপিআইএম। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ক্রমশ মূল্যবৃদ্ধি, শিলিগুড়িতে পানীয় জলের সমস্যার স্থায়ী সমাধান, নিয়োগে দুর্নীতিতে যুক্ত সকল তৃনমূল নেতাদের শাস্তি এবং শিলিগুড়ি শহরে যানজটের সমস্যা মেটানোর দাবি তুলে শিলিগুড়িতে গণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করলো সিপিআইএম এর দুই নং এরিয়া কমিটি। মঙ্গলবার দুপুর তিনটে থেকে শিলিগুড়ির হাসমি চকে এই গন অবস্থান কর্মসূচি শুরু হয়। এবং এই গন অবস্থান কর্মসূচি শেষ হবে রাত নয়টা নাগাদ।

সম্পাদকীয়

জেলেনস্কির জন্য এটাই কি শেষ হাসি?

যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর কয়েকটি সদস্য দেখতে চেয়েছিল, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি রাশিয়ার সঙ্গে শান্তির পথে যেতে পারেন কি না। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা হাতছাড়া হয়েছে। ভলোদিমির জেলেনস্কি জাতিসংঘ ও ওয়াশিংটন সফরে গেছেন, যাতে যুদ্ধ চালিয়ে নেওয়ার মতো সমর্থন তিনি আদায় করে নিতে পারেন। সুনির্দিষ্টভাবে এই সফরে মার্কিন কংগ্রেসে ইউক্রেনকে সামরিক খাতে নতুন করে সহায়তার জন্য যে ২৪ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রস্তাব উঠেছে, সেটার যাতে অনুমোদন মেলে, সেই চেষ্টা করবেন। মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে যেকোনো অর্থবিল পাস হয়। এ মুহূর্তে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে এত বড় অঙ্কের অর্থ ছাড় করা কঠিন। বাইডেন প্রশাসন ইউক্রেনের জন্য প্রতিশ্রুত সহায়তার ১৩ দশমিক ১ বিলিয়ন সামরিক সহায়তা, ৮ দশমিক ৫ বিলিয়ন মানবিক সহায়তা এবং ২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছে। কিয়েভ ছাড়ার আগমুহূর্তে জেলেনস্কি তাঁর ছয়জন উপপ্রতিরক্ষামন্ত্রীকে দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত করেন। এই পদক্ষেপ এটা প্রমাণ করে যে বাইডেন প্রশাসন খোলা হাতে ইউক্রেন সরকারকে যে সহায়তা দিয়ে চলেছে, তার একটা বড় অংশ গায়েব হয়ে যাচ্ছে। ইউক্রেনকে দেওয়া সহায়তার ঠিকমতো ব্যয় হচ্ছে কি না, সেটা নিরীক্ষার পথ বন্ধ করে রেখেছে বাইডেন প্রশাসন। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে যেকোনো শান্তি প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো অস্ত্রগোলাবারুদের ভান্ডার ফুরিয়ে আসার আগের ঘটনা। একই সঙ্গে পুতিনকে ছুড়ে ফেলার চেষ্টার আগের ঘটনা। ব্যর্থতার খেসারত হিসেবে ওয়াশিংটন ও ন্যাটো ইউক্রেনীয় বাহিনীকে অস্ত্র তুলে দিয়ে রাশিয়ার প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে চেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভাঙার ক্ষেত্রে বিরাট কোনো সাফল্য আসেনি। ইউক্রেনের এরই মধ্যে তাদের কৌশলগত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মজুত বাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলেছে। জাপোরিঝঝিয়া ফ্রন্টে ২৫তম এয়ার মোবাইল ও ৮২তম এয়ার অ্যাসল্টগুরুত্বপূর্ণ এ দুটি ব্রিগেডের অনেক সৈন্য ও সরঞ্জাম খুইয়েছে। এ দুটি ব্রিগেডের বেশির ভাগ অস্ত্র ও সাঁজোয়া যান দিয়েছিল ন্যাটো। তা সত্ত্বেও যুদ্ধে পারদর্শিতা দেখাতে না পারায় তাদের প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে। অন্যদিকে যুদ্ধ যদি নতুন ফ্রন্টে বিস্তার হয়, সেটা হবে ইউক্রেনের জন্য ভয়ংকর। তাদের এখন এমনিতেই জনবল ও সামরিক রসদের সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে। ইউক্রেনের বর্তমান সরকারের সেই চাপ নেওয়ার সক্ষমতা কতটা রয়েছে, সেটা কেউই জানে না। ইউক্রেনের কতজন সেনা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে চাইবেন, সেটাও পরিষ্কার নয়। ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ যত দীর্ঘায়িত হচ্ছে, ততই তাদের জনবল ও সামরিক সরঞ্জাম দরকার পড়ছে। প্রতিবেদন বলছে, ইউক্রেনীয় বাহিনী প্রতিদিন এক হাজারের বেশি সেনা হারাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর কয়েকটি সদস্যের এটা ভালো করে জানা উচিত যে ইউক্রেন যে সামরিক কৌশল নিয়েছে, সেটা আসলে কাজ করছে না। যদিও ন্যাটোর সরবরাহ করা গোয়েন্দা তথ্য ও অন্যান্য উপাত্তের ওপর ভিত্তি করেই সামরিক কৌশল প্রণয়ন করে ইউক্রেন। যেকোনো দেশ কিংবা ব্যক্তি একটি শান্তি পরিকল্পনা দিতে পারে অথবা মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসতে পারেএ ধরনের কয়েকটি প্রচেষ্টা প্রাথমিক পর্যায়েও আছে। ইউক্রেনের দিক থেকে কয়েকটি শর্ত আছে। ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ইউক্রেন কোনো আলোচনায় যাবে না। তবে রাশিয়ার সঙ্গে তারা আলোচনা করতে পারে। ইউক্রেন সরকার এ বিষয়ে ফরমান জারি করেছে, যেখানে সই করেছেন জেলেনস্কি। কোনো পরিস্থিতিতেই ইউক্রেন তাদের এক ইঞ্চি ভূমিও কারও কাছে ছেড়ে দেবে না। ক্রিমিয়া থেকে দনবাসকোনো অঞ্চলই তারা ছাড় দেবে না। যদিও প্রথম পর্যায়ে ক্রিমিয়ার ব্যাপারে আলাপআলোচনায় সম্মত ছিল কিয়েভ। ইউক্রেনের দাবি হলো, রাশিয়ান সব সৈন্যকে ইউক্রেনের ভূখণ্ড ছাড়তে হবে। পুতিনসহ সব যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

অল্প বয়সে এত খ্যাতি, এত প্রলোভনে মাথা ঘুরে যায়

খেলাই তাদের খ্যাতি দিয়েছে। অথচ হামেশা তারা খেলার বাইরের জগতে প্রবেশ করে অযথা আলোড়ন তোলেন।

বছর চারেক আগের ঘটনা। ভারতের জনপ্রিয় টিভি শো 'কফি উইথ করণ'-এ এসে হার্দিক পান্ডিয়া ও কে এল রাহুল এমন সব মন্তব্য করেছিলেন, যার ফলে ভারতে বিতর্কের সুনামি উঠেছিল। তারা মেয়েদের নিয়ে, নিজেদের যৌন জীবন নিয়ে সোজাসাপটা নানা কথা বলেছিলেন। মেয়েদের নিয়ে মন্তব্য তো রীতিমতো মর্যাদাহানিকর।

গৌতম হোড়
প্রাবন্ধিক

আসলে ভারতে ক্রিকেট খেলে যদি জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া যায়, তাহলে খুব কম বয়সে বিপুল অর্থ ও তার থেকেও বেশি খ্যাতি পাওয়া যায়। আর আজকাল ক্রিকেটের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে বলিউড, জড়িয়ে গেছে মডেলিংয়ের দুনিয়া। এই দুনিয়ার সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। তারা থাকে নিজের জগতে। যে দুনিয়ার রীতিনীতি, নিয়মকানুন আলাদা। আর ক্রিকেটাররা যখন সুযোগ পায়, তখন তাদের বয়স ২২-২৩এর মতো। ফলে মাথা ঘুরে যাওয়া স্বাভাবিক। সেখানে মাথা ঠিক রেখে বিতর্ক এড়িয়ে কেমনভাবে থাকতে হয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন শচিন রমেশ টেন্ডুলকর এবং রাহুল দ্রাবিড়।

তারা কখনো এমন কিছু করেননি যাতে তাদের ভাবমূর্তি খারাপ হতে পারে। শচিন অনেকবার বলেছেন, তার দিকে তাকিয়ে থাকে ভারতের যুবসমাজ। তাই তাকেও সেইভাবে চলতে হয়।

কিন্তু সকলে তো সচিন বা রাহুল নন, তাই তারা হামেশা বিতর্ক ডেকে আনেন। যেমন এনেছিলেন হার্দিক ও কে এল রাহুল। করনের শোতে হার্দিক মেয়েদের সম্পর্কে বলেছিলেন, ''আই হ্যাভ টু সি হাউ দে(গার্লস) মুভ ফার্স্ট। আই হ্যাভ টু ইমাজিন দ্য পিকচার।''

কে এল রাহুল বলেছিলেন, তার যখন ১৮ বছর বয়স, তখন তার মা কনডম পান। তারপর বকুনি। মা চলে যাওয়ার পর বাবা এসে বলেছিলেন, তুমি যে ওটা ব্যবহার করছ, তা দেখে আমি খুশি। নিজেকে নিরাপদ রাখাটা জরুরি।

আর হার্দিক বলেছিলেন, তিনি যেদিন কৌমার্য হারিয়েছিলেন, সেদিন বাড়িতে

ঘোষণা করেছিলেন, 'আজ করকে আয়া।' হার্দিক ও রাহুলের কথা আর দীর্ঘ করব না। এরপর বিসিসিআই জানায় কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সুপারিশ মেনে দুজনকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে। বিদেশ সফর থেকে তাদের ফেরত আনা হয়। সেসময়ের অধিনায়ক বিরাট কোহলি জানান, দল তাদের মন্তব্যের সঙ্গে একমত নয়।

এখন অবশ্য সেসব অতীত। হার্দিক এখন টি২০তে অধিনায়কত্ব করছেন। কে এল রাহুলও সহঅধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেট। জনপ্রিয় বললে ভুল হবে। ক্রিকেট মানে এখন উন্মাদনা। বিশেষ করে আইপিএল আসার পর থেকে তো একদিকে টাকা, অন্যদিকে চায়ছয় ও গ্ল্যামারের বন্যা বইছে। তবে আইপিএল আসার আগেও ক্রিকেটারদের নিয়ে উন্মাদনা কম হয়নি। একটা সময় ভিভ রিচার্ডসের সঙ্গে নীনা গুপ্তার সম্পর্ক বা সোবার্সের সঙ্গে অঞ্জু মহেন্দ্রর প্রেম নিয়ে কম লেখালিখি হয়নি।

এমনকী সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে নাগমার সম্পর্ক নিয়েও তো কম গুঞ্জন ওঠেনি। অনেক পরে নাগমা একবার মুখ খুলেছিলেন। ২০২০ সালে তিনি যখন সামাজিক মাধ্যমে সৌরভকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান, তখনও আলোড়ন কম হয়নি। সৌরভ অবশ্য আগাগোড়া নীরব থেকেছেন। কিছুদিন আগে সৌরভের সঙ্গে বিরাট কোহলির ঝগড়া তো অসম্ভব খারাপ মোড় নিয়েছিল। তখন বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভকে কার্যত মিথ্যাবাদী বলেছিলেন বিরাট। বিরাটের সঙ্গে গৌতম গম্ভীরের ঝগড়াও তো টিভির কল্যাণে সকলে দেখে ফেলেছেন। তেমনই কম হইচই হয়নি ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফিক্সিং দুর্নীতিতে ডুবে থাকার অভিযোগ নিয়ে। দ্রুতগতির বোলার শ্রীসন্থকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। জেলে যেতে হয়েছিল। অজয় জাদেজার ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের নির্বাসনের নির্দেশ দেয়া হয়।

ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও শিল্পী ক্রিকেটার আজহারউদ্দিনের নামও বেটিং কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়েছিল। তবে আদালত পরে জানায়, তার বিরুদ্ধে কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ নেই। ক্রিকেটাররা যদি কিছু পয়সার লোভে ম্যাচ ফিক্সিংয়ে জড়ান, তাহলে আর কী বাকি থাকে! একেবারে হালের ঘটনায় আসা যাক। মহম্মদ শামির সঙ্গে তার স্ত্রী হাসিন জাহানের সম্পর্ক। হাসিন জাহান অভিযোগ করেন, শামি তাকে নির্যাতন করেছেন, শামি অন্য মেয়েদের প্রতি আসক্ত ইত্যাদি। এই অভিযোগের পর শামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। মামলা এখনো আদালতে চলছে। ২০১৪ সালে শামির সঙ্গে হাসিনের বিয়ে। চার বছর পরেই হাসিন অভিযোগ করা শুরু করেন। হাসিন ফেসবুকে শামির বিয়েবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে পোস্ট করেছেন। বিস্ফোরক কথা বলেছেন। যেহেতু বিষয়টা বিচারাধীন, তাই ফয়সালা না হলে কিছু বলা যাচ্ছে না।

ক্রিকেটাররা যদি ক্রিকেটের বাইরের বিষয়ে বেশি নজর দেন, অসম্ভব প্রতিভাসম্পন্ন হয়েও যদি অনুশীলনে ফাঁকি দেন, তাহলে কী হয়, তার উদাবহরণ হিসাবে আমাদের সামনে আছেন বিনোদ কাম্বলি। শচিনের একদা ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যাকে একসময় তার মতোই প্রতিভাধর মনে করা হত, সেই কাম্বলি তো ক্রিকেট দুনিয়া থেকেই হারিয়ে গেলেন। আসলে যেখানে এত বিপুল অর্থের হাতছানি, যেখানে ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে যায় বলিউড, যেখানে ক্রিকেটারদের দেখলেই অন্ধের মতো ছুটে যায় মানুষ, সেখানে এই খ্যাতি, যশ, অর্থের মধ্যে মাথা ঠিক রাখাও কঠিন। ফলে প্রতিনিয়ত একটা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাদের। সীমার মধ্যে থাকার পরীক্ষা। কেউ তা পারেন, কেউ পারেন না। না পারলেই তখন বিতর্ক তাড়া করে তাদের। কারণ, এটা এমন দুনিয়া, যেখানে হিরো থেকে জিরো হতে বেশি সময় লাগে না।

ভারত-কানাডার তিক্ততা পশ্চিমা জগতে কী প্রভাব ফেলবে

চিতিজ বাজপেয়ী

কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় গত জুনে শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জারের খুনের ঘটনায় ভারতীয় যোগসাজশ থাকার কোনো তথ্যপ্রমাণ কানাডার সরকার এখনো হাজির করতে পারেনি কিন্তু কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সম্প্রতি পার্লামেন্টে দেওয়া বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন, এই গুপ্তহত্যার সঙ্গে ভারতীয় যোগসাজশ থাকার 'সম্ভাব্য' একটি বিশ্বাসযোগ্য 'অভিযোগ' তাঁরা পেয়েছেন। গত বছর থেকে এ পর্যন্ত পুরোটা সময় ভারত বৈশ্বিক ভূরাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রে ছিল। সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি২০ সম্মেলন এর অন্যতম কারণ। জনসংখ্যার দিক থেকে ভারত চীনকে এবং জিডিপি অর্জনের দিক থেকে যুক্তরাজ্যকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিভিন্ন দেশে গিয়ে ক্রমবর্ধমানভাবে লালগালিচা সংবর্ধনা পাচ্ছেন, সেখানে ওয়াশিংটনে তাঁর সফর বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো।

চীনের টালমাটাল আর্থিক খাতের সময়ে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি হবে বলে জোরালো পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই বাস্তবতায় প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বমঞ্চে অধিকতর দৃঢ় ভূমিকায় আবির্ভূত হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে দেশটি কি কোনো অন্ধকার জগতের দিকে পা বাড়াচ্ছে? এমনিতেই জি২০ সম্মেলনে মোদির বক্তব্যে ইউক্রেনযুদ্ধ ইস্যুতে দিল্লির অবস্থান নিয়ে ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনা উঠেছে।

কানাডার সঙ্গে ভারতের চলমান বিবাদে ভারতীয় কূটনীতির দুটি অতিরিক্ত দিক আমাদের সামনে হাজির হচ্ছে। প্রথমটি হলো, ভারত তার মর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়, এমন যেকোনো শক্তির প্রতি অধিকতর আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয়টি হলো, কেউ সার্বভৌমত্ব নিয়ে আঘাত করলে ভারত প্রত্যাঘাত করতে পিছপা হবে না। ইন্দোকানাডিয়ান সম্পর্কের অবনতি প্রবাসে থাকা ১ কোটি ৮০ লাখ ভারতীয় নাগরিকের নেতিবাচক দিকটি সামনে আনছে। মোদি বিভিন্ন দেশে যখন সফরে যান, তখন তাঁকে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে বিপুল উৎসাহে স্বাগত জানানো হয় কিন্তু সম্প্রতি খালিস্তানি শিখ নেতার হত্যাকাণ্ড নিয়ে ভারতকানাডার টানাপোড়েনে অনেকের কাছে এই বার্তা যাচ্ছে যে ভারতের সরকারবিরোধী প্রবাসী ভারতীয়দের কারণেই ভারত ও অন্য দেশগুলোর কূটনৈতিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

মজার বিষয় হলো, এই দুটি পয়েন্টের সঙ্গেই চীনের সমান্তরাল যাত্রা জারি আছে। চীন ও ভারত উভয়েই তাদের ঐতিহাসিক বঞ্চনার প্রত্যুত্তর দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করে। জাপান ও পশ্চিমাদের কাছ থেকে পাওয়া চীনের 'শত বছরের লাঞ্ছনা'র সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের কাছ থেকে ভারতের পাওয়া 'দুই শ বছরের অবমাননা'র মিল রয়েছে।

চীনের মতো ভারতও তার প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করতে গিয়ে আর্থিক জবরদস্তির আশ্রয় নেওয়াকে বিবেচনায় রাখছে। এ ক্ষেত্রে তার ১৪০ কোটি মানুষের বাজারের প্রবেশাধিকারকে ভারত কাজে লাগাচ্ছে। কানাডা ও ভারতের মধ্যে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের জন্য ৯ বার সমঝোতা বৈঠক হয়েছে এবং শিগগিরই চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার কথা কিন্তু সম্প্রতি কানাডা ও ভারত পাল্টাপাল্টি কূটনীতিক বহিষ্কার করার পর সেই চুক্তির সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

কানাডার শিখ নেতা হত্যায় ভারত সরকারের জড়িত থাকার অভিযোগ শেষ পর্যন্ত যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে সেটি ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার ক্রমবর্ধমান নির্লজ্জতাকে প্রকাশ করে দেবে। ভারত দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেশী দেশগুলোতে, বিশেষ করে পাকিস্তানে সন্ত্রাসী তৎপরতাকে নিশানা করে গোয়েন্দা ও সামরিক তৎপরতায় সক্রিয় আছে কিন্তু শিখ নেতা হত্যায় ভারতের হাত থাকলে সেটি হবে পশ্চিমা দেশে ভারতের নজিরবিহীন রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট হত্যাকাণ্ড। এটি স্পষ্টতই একটি গেম চেঞ্জার হয়ে দাঁড়াবে।

সৌদি সরকারের সমালোচনাকারী নির্বাসিত সাংবাদিক জামাল খাসোগিকে ইস্তাম্বুলে মার্কিন কনস্যুলেটে হত্যা করার পর সৌদি সরকারের সমালোচনায় বিশ্ব ফেটে পড়েছিল। একইভাবে রাশিয়ার পুতিন সরকারের সমালোচনা করায় সালিসবারিতে দুজনের ওপর রুশ গোয়েন্দাদের বিষপ্রয়োগের ঘটনা ঘটেছিল।

কানাডায় শিখ নেতা হত্যায় ভারতের যোগ থাকা প্রমাণিত হলে সেই ঘটনা ইস্তাম্বুল ও সালিসবারির কুখ্যাত ঘটনার কাতারে চলে যাবে। এটি যুক্তরাষ্ট্রকে বেকায়দায় ফেলে দেবে। কারণ, তারা চীনের উত্থান ঠেকাতে ভারতের গণতান্ত্রিক অবনমন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে কখনোই ততটা আলোচনায় আনতে চায়নি কিন্তু কানাডার মতো প্রধান মিত্র দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা এখন আর তারা উপেক্ষা করতে পারছে না।

সর্বশেষ কথা হলো, ইন্দোকানাডিয়ান সম্পর্কের অবনতি প্রবাসে থাকা ১ কোটি ৮০ লাখ ভারতীয় নাগরিকের নেতিবাচক দিকটি সামনে আনছে। মোদি বিভিন্ন দেশে যখন সফরে যান, তখন তাঁকে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে বিপুল উৎসাহে স্বাগত জানানো হয় কিন্তু সম্প্রতি খালিস্তানি শিখ নেতার হত্যাকাণ্ড নিয়ে ভারতকানাডার টানাপোড়েনে অনেকের কাছে এই বার্তা যাচ্ছে যে ভারতের সরকারবিরোধী প্রবাসী ভারতীয়দের কারণেই ভারত ও অন্য দেশগুলোর কূটনৈতিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস, বিশ্বব্যাংকের প্রধান অজয় বঙ্গসহ ভারতীয় বংশোদ্ভূত অনেক নেতা বিভিন্ন দেশে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ২৬ জন সিইওসহ বহু লোক বহু পদে রয়েছেন। এই মানুষগুলো অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের সেতুবন্ধ তৈরি করতে পারেন। আবার এই মানুষগুলোই অন্য দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিতে পারেন। এই প্রেক্ষাপটে বাস্তবতা হলো, কানাডা ভারতের বাইরে বিশ্বের বৃহত্তম শিখ জনসংখ্যার আবাসস্থল কানাডায় বর্তমানে যে জোট সরকার ক্ষমতায় আছে, সেই জোটের একটি শরিক দলের নেতৃত্বে আছেন শিখ নেতা জগমিত সিং। স্বাভাবিকভাবেই ট্রুডোর সরকার শিখ গোষ্ঠীগুলোর প্রতি তথা ভারতে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের প্রতি সহানুভূতিশীল কি না, তা নিয়ে ভারতীয়দের মনে প্রশ্ন উঠছে।

এই অবস্থা ভারতের আন্তর্জাতিক কূটনীতিকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, তা বিবেচনায় রাখা দরকার। ভারত তার কূটনীতিতে 'নেকড়ে যোদ্ধা' নিযুক্ত করেছেএমনটা বলার মতো সময় হয়তো এখনো আসেনি। তবে এটি স্পষ্ট, ভারতকানাডা সম্পর্কের অবনমন অধিকতর পেশিশক্তি প্রদর্শক ও আরও আক্রমণাত্মক ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির উত্থানের ইঙ্গিত দেয়।

জানা অজানা

ইরানে বিক্ষোভকারীদের চোখকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হচ্ছে : মানবাধিকার সংস্থা

তেহরান : ইরান হিউম্যান রাইটস শুক্রবার ২০২২ সালের বিক্ষোভের সময় চোখের আঘাতের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে। বিক্ষোভ সম্পর্কিত হতাহতের তালিকার সাথে আহতদের মিলিয়ে দেখে , সংগঠনটি এই উপসংহারে পৌঁছায় যে, অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই দমনকারী শক্তিগুলো নারীদের মুখ এবং চোখের উপর গুলি চালিয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, ইরানে নিহতদের মধ্যে প্রায় ৯ শতাংশ নারী। যদিও চোখের আঘাত প্রাপ্ত ২৮ শতাংশ নারী। পশ্চিম আজারবাইজান প্রদেশের মাহাবাদের মতো কিছু এলাকায় নিহত বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ১৫ শতাংশই নারী অথচ ৫৬ শতাংশই চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হলেন । ইরান হিউম্যান রাইটসের পরিচালক মাহমুদ আমিরি-মোগাদ্দাম প্রতিবেদনে লিখেছেন, সংস্থাটির বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিক্ষোভের সময় সংঘটিত নৃশংস অপরাধগুলি সমন্বিত এবং পরিকল্পিত। এই কারণে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের নেতা আলী খামেনি এবং এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত সবাইকে অবশ্যই জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। ২০২২ সালের নভেম্বরের শেষের দিকে, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস ইরানে দেশব্যাপী বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর থেকে সেখানে চোখের আঘাতের সংখ্যা সম্পর্কে রিপোর্ট করেছিল। তেহরানের তিনটি বড় হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞরা - ফারাবি, রসুল আকরাম এবং লাব্বাফিনেজাদের ধারণা মতে, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে তিনটি হাসপাতালে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত ৫০০ জনেরও বেশি রোগী ভর্তি হয়েছেন।

সাময়িকী

অন্তর্যামী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

শ্রী রামকৃষ্ণ এ যুগের অন্তর্যামী ভগবান।তিনি এ যুগে রূপ ঢেকে এসেছিলেন দীন হীন কাঙালের বেশে।তিনি সর্ব দেবদেবী স্বরূপায়।যে যার ভক্ত ঠাকুর তাকে সেই রূপে দেখা দিতেন।তিনি সকল মানুষের মনের কথা জানতেন। অন্তরের কথা জানতেন।একবার রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বর এ এসেছেন ঠাকুরের কাছে মায়ের গান শুনতে।মনে খুব অশান্তি কেশ মামলার জন্য।ঠাকুর মায়ের মন্দিরে বসে মায়ের গান শোনাচ্ছেন রানী রাসমণি কে।রানীর মন কিন্তু গানে ছিলো না তিনি মনে মনে কেশ মামলার কথা চিন্তা করছিলেন।ঠাকুর রানীর মনের কথা জানতে পেরে মাঝখানে গান বন্ধ করে রানীর গালে এক থাপ্পড় মেরে বলেন,কি এখানেও বিষয় চিন্তা।ঠাকুরের এই অস্বাভাবিক আচরণ দেখে সবাই হই চৈ করে।ঠাকুর তখন মায়ের পিছনে গিয়ে লুকান।রানী তখন বাধা দিয়ে বলেন, না,তোমরা বাবাকে কেউ কিছু বলবে না,তিনি ঠিক করেছেন।তোমরা এখান থেকে সবাই চলে যাও।তারপর রানী ঠাকুরের কাছে পা ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চান।

একবার মথুর বাবুর মনে ঠাকুরের স্বরুপ জানার জন্য প্রশ্ন জাগে।কে তিনি।কি তাঁর স্বরূপ।পাগলের বেশে আমাদের কাছেই রয়েছেন অথচ তাঁকে জানতে পারছি না।দয়া করে তিনি যদি তাঁর স্বরূপ টা জানিয়ে দিতেন তাহলে জীবন টা ধন্য হয়ে যেত।মথুর বাবু শাক্ত তাই ঠাকুর তার মনের ইচ্ছা একদিন পূরণ করলেন।মথুর বাবু একদিন নাট মন্দিরে বসে তামাক খাচ্ছেন আর ওপাশে ঠাকুর বারান্দায় পায়চারি করছেন।হঠাৎ পট পরিবর্তন হলো।ঠাকুর যখন এ পাশ থেকে ওপাশে যাচ্ছেন তখন মথুর বাবু দেখলেন সাক্ষাৎ শিব পায়চারি করছেন, আবার যখন ওপাশ থেকে এপাশে আসছেন তখন সাক্ষাৎ মা কালি পায়চারি করছেন।মথুর বাবু এই দৃশ্য দেখে ছুটে গেলেন ঠাকুরের কাছে ও পায়ে ধরে বললেন,, বাবা,যা দেখলাম তাকি সত্যি।

ঠাকুর হেসে বললেন, হাঁ বাবা,সত্যি।

যখন ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঠাকুর কে তন্ত্র সাধনা করানোর জন্য দক্ষিণেশ্বর এ এলো ঠাকুর তখন জানতে পেরে ভাগ্নে হৃদয় কে বললেন,হিদু,যা গঙ্গার ঘাটে একজন ভৈরবী এসেছে তাকে ডেকে নিয়ে যায় ।যখন তোতা পুরী ঠাকুর কে নিরাকার বেদান্ত সাধনা করানোর জন্য দক্ষিণেশ্বর এলো তখন ঠাকুর তাকে দেখে বলে উঠলেন, ও তুমি ই তোতা পুরী।তোতা ঠাকুরের কথা শুনে চমকে উঠলেন।

নরেন্দ্রনাথ যিনি পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হয়েছেন তিনি সারা জীবন ঠাকুর কে পরীক্ষা করে গেছেন।ঠাকুর তাকে সব কিছু দেখিয়ে দিয়েছেন তবু তাঁর মনের শংসয় যায় নি।ঠাকুরের দেহ ত্যাগের কিছুদিন আগে একদিন নরেন ঠাকুরের পদতলে বসে ভাবছেন,,,ঠাকুর যদি অবতার ও ভগবান তাহলে রোগে এত কষ্ট পাচ্ছেন কেন।যাওয়ার আগে তিনি যদি নিজের মুখে তাঁর অবতারের কথা বলে দিয়ে যান তাহলে আর সন্দেহ থাকে না।ঠাকুর নরেনের মনের কথা জানতে পেরে বললেন,,, কিরে নরেন,এখনো অবিশ্বাস,সত্যি বলছি,মাইরি বলছি,যে রাম,সেই কৃষ্ণ,সেই ইদানিং এই শরীরে রামকৃষ্ণ।ঠাকুরের কথা শুনে নরেন পা জড়িয়ে ধরে বললেন,,না,ঠাকুর,আজ আর আমার কোনো সন্দেহ নেই। ঠাকুর সত্যি ভগবান,অন্তর্যামী।তিনি আমাদের সবার অন্তরের কথা জানেন ও শুনেন।আসলে সবার মূলে ভক্তি ও বিশ্বাস থাকা চাই।

পাঠকের চিঠি

এই পৃথিবীতে কেউ কারো জন্য সারা জীবন শোক করে না

আসা ও যাওয়া সৃষ্টির নিয়ম।জন্মালেই মরতে হবে ও এলেই যেতে হবে।এই পৃথিবীতে কেউ অমর নয়।যার অনেক আছে সেও নয় আবার যার কিছু নেই সেও নয়।তবে কিসের এতো মান অভিমান,রাগ,দ্বন্দ, ঝগড়াঝাটি, মারপিট।মানুষ মারা গেলে আত্মীয় স্বজন দুদিন খুব কান্নাকাটি করে,চোখের জলে বুক ভাসায়।উপবাস করে,শোক পালন করে,অশুচ পালন করে,চুল দাড়ি রাখে,নিরামিষ ভোজন করে,বেনা গাছে জল দেয়,মাথা মুণ্ডন করে,ঘটা করে শ্রাদ্ধ করে,দান দেয়,ভুরি ভোজ দেয় আদি আদি।কিছুদিন পর সব কিছু ভুলে যায়।আবার শুরু হয়ে যায় নাচন,কুদন,হাসি আনন্দ,উৎসব অনুষ্ঠান।কেউ আর মনে করে না ও হা হুতাশ করে না মরে যাওয়া মানুষটার জন্য।বরং তার সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে মারামারি,কাড়াকাড়ি হয়,ভাগাভাগি হয়,কেশ মামলা হয়।এই তো সংসার,এই তো জীবন।এই মায়া ও মোহ ভরা সংসারে আমরা সারাজীবন ভগবান কে ভুলে থাকি।উল্টো সিধে করে ধন উপার্জন করি,কুকর্ম ও অপকর্ম করে জীবন কাটাই।ভালো কাজ,সমাজের কাজ,মানুষের সেবা,ভগবৎ ভজন খুব কম লোকই করে থাকি।আমরা সব কিছু বুঝি আবার কিছুই বুঝি না।স্মশানে গেলে আমাদের বৈরাগ্য হয়,মনে ভালো চিন্তা আসে,সংসার টা অসার মনে হয় কিন্তু ঘরে ফিরে এলে আবার যা ছিলাম তাই হয়ে যাই।এর নাম কি মায়ার সংসার,এর নাম কি ভগবানের মায়া। সত্যি এই পৃথিবীতে কারো জন্য কারো মাথা ব্যথা নেই।কেউ কারো জন্য এই পৃথিবীতে শোক করে না।তাই নিজের পথ নিজে তৈরি করো।সময় থাকতে প্রভুর নাম করো।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

মাইক্রো ফাইন্যান্স থেকে ঋণ নেওয়া রাজ্যের ২ লক্ষ ২২ হাজার মহিলাকে ঋণ মুক্ত হওয়ার প্রমাণ পত্র প্রদান

তৃতীয় পর্যায়ের এই সাহায্য বিতরণ অনুষ্ঠান উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার, পরবর্তী পর্যায়ে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নেওয়া মহিলাদের ঋণ মুক্ত করার পরিকল্পনা সরকারের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মাইক্রো ফাইন্যান্স থেকে ঋণ নেওয়া মহিলাদের জন্য সুখবর। ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ থাকা মহিলাদের ঋণ মুক্ত হওয়ার প্রমাণ পত্র প্রদান করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে রাজ্য সরকার। মাইক্রো ফাইন্যান্স থেকে ঋণ নেওয়া রাজ্যের ২ লক্ষ ২২ হাজার মহিলাকে ঋণ মুক্ত করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এক্ষেত্রে তৃতীয় পর্যায়ের এই সাহায্য বিতরণ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেছেন তিনি। পরবর্তী পর্যায়ে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নেওয়া মহিলাদের ঋণ মুক্ত করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন ২০২১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ঋণ নেওয়া মহিলাদের ঋণ মুক্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেবে সরকার।

উল্লেখ্য গত ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে মাইক্রো ফাইন্যান্স থেকে ঋণ নেওয়া মহিলাদের ঋণ মুক্ত করা হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন বিজেপি নেতা তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে বিজেপি জয়লাভ করে শাসন ক্ষমতায় ফেরার পর এই বিষয়টি নিয়ে তীব্র প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি হয়। এভাবে কর আদায় দেওয়া ব্যক্তিদের টাকা মহিলাদের ঋণ মুক্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন দল সংগঠন তথা সমাজের সচেতন ব্যক্তি এর তীব্র বিরোধিতা জানিয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এক্ষেত্রে নিজের প্রতিশ্রুতিতে অনড় ছিলেন। ইতিমধ্যে দুই পর্যায়ে মাইক্রো ফাইন্যান্স থেকে ঋণ নেওয়া বহু মহিলার ঋণ পরিশোধ করেছে সরকার। এবার তৃতীয় পর্যায় হিসেবে রাজ্যের ২ লক্ষ ২২ হাজার মহিলার ২৫ হাজার টাকা করে ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মহানগরের দিশপুরে স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠান আযোজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিভিন্ন মহিলার হাতে ঋণ পরিশোধের প্রমাণপত্র তুলে দিয়েছেন। সারা দেশের মধ্যে নজিরবিহীন ঋণ মুকুব করার এই প্রকল্প অনুযায়ী তৃতীয় পর্যায়ে হিসেবে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ নেওয়া মহিলাদের ১০০ ঋণ মাফ করা হবে। আগামী ১১ অক্টোবর থেকে মহিলারা পাবেন নোডিউজ সার্টিফিকেট। এর মাধ্যমে রাজ্যের ২ লক্ষ ২২ হাজার মহিলা উপকৃত হবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অবশেষে পালন করা গেছে। মাইক্রো ফাইন্যান্স থেকে ঋণ নেওয়া মহিলাদের ঋণ মুক্ত করা কিংবা এক লক্ষ চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি যাবতীয় পূরণ করছে সরকার। প্রতিটি প্রতিশ্রুতি অক্ষর অক্ষরে পূরণ করা হচ্ছে। এবার প্রায় তিন লক্ষ মহিলাকে মাইক্রো ফাইন্যান্স থেকে তারা যে ঋণ নিয়েছে সেটা রেহাই দেওয়া হলো। তাদের বকেয়া অর্থ সরকারের তরফে ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে। এখন তাদের নোডিস সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। আগামী ১১ অক্টোবর থেকে জেলায় জেলায় গিয়ে তাদের হাতে এই সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হবে। এর ঋণ রেহাই দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্য একটি বৈশিষ্ট্য যোগ হয়েছে যেটা আগে বলা হয়নি। সেটা হলো এই মহিলারা এবার নতুন ভাবে ব্যাংক থেকে আবার ঋণ নিতে পারবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ নেওয়া মহিলাদের সম্পূর্ণভাবে ঋণ মুক্ত করা হয়েছে। তাদের বাড়িতে গাড়ি রয়েছে স্কুটি রয়েছে সেটা দেখা হয়নি। ২৫ হাজারের পর এবার লক্ষ্য ৫০ হাজার টাকার ঋণ নেওয়া মহিলাদের ঋণ মুক্ত করা। অতি শীঘ্র ৫০ হাজার টাকার ঋণ নেওয়া মহিলাদের ঋণ মুক্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন ২০২১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ঋণ নেওয়া মহিলাদেরই ঋণ মুক্ত করা হবে। কারণ সেটাই নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ছিল। সেই সময়ের পরে বর্তমান পর্যন্ত ঋণ নেওয়া মহিলাদের ঋণ মুক্ত করার ক্ষেত্রে সরকার দায়বদ্ধ নয় এবং সরকারের প্রতিশ্রুতিও নয় বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এক্ষেত্রে ঋণ মুক্ত হওয়া মহিলারা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ, বন এবং পরিবেশ মন্ত্রী চন্দ্র মোহন পাটোয়ারী, পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া প্রমুখ বিভিন্ন মন্ত্রী, বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন।

সরাইকেলা খারসাওয়ানের প্রেসক্লাবের জেলা কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হলো

জামশেদপুর ঃ সেরাইকেলা জেলার একমাত্র সরকার স্বীকৃত সাংবাদিক সংগঠন দ্য প্রেসক্লাব অফ সেরাইকেলা-খারসাওয়ানের জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা সেরাইকেলায় অবস্থিত পারিসদনে অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাবের সভাপতি মনমোহন সিং রাজপুতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আজকের পরিবেশে সাংবাদিকতা নিয়ে গুরুত্তপূর্ণ আলোচনা হয়, যাতে সমাজ ও জাতির স্বার্থে পরিচ্ছন্ন সাংবাদিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সভা পরিচালনা করেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রমজান আনসারী। বৈঠকে মোট সাতটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। যার অধীনে সাংগঠনিক ক্ষমতায়নে কাজ করা ব্লক ভিত্তিক ত্রৈমাসিক সভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও, ক্লাবের অভাবী সদস্যদের জন্য ক্লাব কর্তৃক প্রসারিত সহযোগিতার প্রশংসা করে সর্বসম্মতিক্রমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে ক্লাবটি সামাজিক কাজের জন্য বিশেষ সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সভায় ক্লাবের কার্যনির্বাহী সভাপতি সুমঙ্গল কুন্ডু (কেবু দা), কোষাধ্যক্ষ সঞ্জীব কুমার মেহতা, প্রমোদ কুমার সিং, সঞ্জয় মিশ্র, সুমন মোদক, বানেশ্বর মাহাতো, পরস কুমার হোতা, রাহুল চন্দ্র, আশীষ ঝা, বলরাম পাণ্ডা, রণবীর কুমার, সুমিত সিং, শম্ভু কাঁসারি, অজয় কুমার মাহাতো, উমাকান্ত কুমার কর, পরমেশ্বর গোরাই ওরফে বাবু, অঙ্কিত শুভম, অভিষেক কুমার মিশ্র, অভয় কুমার মিশ্র, সন্তোষ কুমার, রবিকান্ত গোপ, অরুণ কুমার মাঝি, সুনীল কুমার গুপ্ত, খগেন চন্দ্র মাহাতো, কল্যাণ পাত্র, জগন্নাথ চ্যাটার্জি, বিশ্বরূপ পান্ডা, রাশ বিহারী মন্ডল, সুধীর গোরাই প্রমুখ সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

দোকান খোলাকে কেন্দ্র করে বচসার জেরে ছেলের হাতে খুন মা

মন্দিরবাজার ঃ দোকান খোলাকে কেন্দ্র করে মা ও ছেলের মধ্যে বচসা। আর তার জেরে মাকে লোহার রড দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারের লক্ষীকান্তপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, লক্ষীকান্তপুর এলাকায় ছোট্ট একটি চায়ের দোকান রয়েছে মল্লিকা মন্ডলের। প্রতিদিনের মতনই চায়ের দোকান খোলার জন্য ছেলেকে বলে মা মল্লিকা মণ্ডল। এরপর শুরু হয় ঝামেলা প্রথমে কথা কাটাকাটি থেকে শুরু করে পরে সেই ঝগড়া বৃহৎ আকার ধারণ করে। সেই সময় সুমন একটি লোহার রড নিয়ে মল্লিকা দেবীর মাথায় এলোপাতাড়ি আঘাত করতে থাকে। এর ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মন্দিরবাজার থানার পুলিশ । দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি অভিযুক্ত সুমনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ । পুলিশ সূত্রে জানা যায় , সুমন মন্ডল মানসিক ভারসাম্যহীন। চা দোকান খোলাকে কেন্দ্র করে ছেলে ও মার মধ্যে ঝামেলা হয় । সেই সময় লোহার রড নিয়ে ছেলে মায়ের উপর চড়াও হয়। নৃশংসভাবে তার মাকে খুন করে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত ছেলের বিরুদ্ধে খুণের মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

এক্সক্লুসিভ অ্যান্ড ফাস্ট ভিজুয়াল আছে

শ্যামপুর ঃ ছাত্রকে শাস্তি দেওয়ার জের। শ্যামপুরের নাওদা নয়নচন্দ্র বিদ্যাপীঠের স্টাফরুমে ঢুকে শিক্ষকদের বেধড়ক মারধর করল কিছু মানুষ সেই ঘটনার ছবি নজরবন্দী হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষ সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক করা যেতে পারিনি।

সিপিআইএম নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি, এলাকায় উত্তেজনা

অন্ডাল ঃ সিপিআইএম নেতাকে লক্ষ্য করে গুলির ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে অন্ডালের সিদুলি সিপিআই পার্টি অফিসের কাছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় একটি তাজা কার্তুজ । গুরুতর আহত ওই সিপিআইএম নেতাকে দুর্গাপুরের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় সোমবার রাতে অন্ডালের সিদুলি এলাকার সি পি আই পার্টি অফিসের কাছে নিজের স্করপিও গাড়িতে চাপার সময় হঠাৎ করে সেই সময় বাইক নিয়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী এসে এলোপাতাড়ি গুলি চালায় বুদ্ধদেব বাবুকে লক্ষ্য করে। বুদ্ধদেব বাবু গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বুদ্ধদেব সরকারকে লক্ষ্য করে পরপর তিন রাউন্ড গুলি চলে।তাকে দুর্গাপুরের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বুদ্ধদেব সরকার এলাকায় সিপিআইএম নেতা বলেই পরিচিত। তিনি বর্তমানে বল্লভপুর পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত কর্মী হিসেবে কাজ করেন। এভাবে গুলি চালানোর ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াই এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করছে অন্ডাল থানার পুলিশ।

আর্থিক প্রতারণা চক্রের দুই পাণ্ডা গ্রেফতার

বাঁকুড়াঃ ফের বড়সড় সাফল্য বাঁকুড়া জেলা পুলিশের। আসানসোল থেকে আর্থিক প্রতারণা চক্রের দুই পাণ্ডাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গত ৮ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া শহরের সাহানা পল্লীর বাসিন্দা এক ব্যক্তিকে ব্যাঙ্ক কর্মী পরিচয় দিয়ে ফোন করে প্রতারকরা এটিএম কার্ডের যাবতীয় তথ্য সহ বেশ কয়েকটি ওটিপি হাতিয়ে নেয়। পরে দুই দফায় ওই ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টথেকে ৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা সরিয়ে নেয়। বিষয়টি বুঝতে পেরেই তিনি ৯ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে আসানসোল থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে ওই ঘটনায় আরো কেউ জড়িত কিনা সে বিষয়েও তদন্ত চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

মালদা জেলা পরিষদে স্থায়ী সমিতির গঠনের পর কর্মধ্যক্ষের পদে এক ঝাঁক নতুন মুখ নিয়ে এলো তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড

মালদা ঃ মালদা জেলা পরিষদে স্থায়ী সমিতির গঠনের পর কর্মধ্যক্ষের পদে এক ঝাঁক নতুন মুখ নিয়ে এলো তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড। পাশাপাশি অর্থ সংস্থা উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা দপ্তরটি নিজের হাতেই রেখেছেন তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ। বাকি জেলা পরিষদের নয়টি দপ্তরের কর্মধ্যক্ষ এবং তিনজন করে স্থায়ী সমিতির সদস্য গঠন করা হয়েছে। মঙ্গলবার মালদা জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি এবং কর্মধ্যক্ষদের নাম ঘোষণা করা হয়। এদিন মালদা জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে তৃণমূলের নির্বাচিত ৩৪ জন সদস্যের পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছিলেন শাসকদলের বিধায়কেরাও। সেখানেই স্থায়ী সমিতির গঠন করা হয়। এই স্থায়ী সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে মালদা জেলা পরিষদের প্রতিটি দপ্তরে একজন করে কর্মধ্যক্ষ এবং তিনজন করে সদস্য রাখা হয়েছে। পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের দলনেতা করা হয়েছে শামসুল হককে। উপাধ্যক্ষ হয়েছেন মালা রহমান । এছাড়াও জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মধ্যক্ষ হয়েছেন কবিতা মন্ডল। পূর্ত ও পরিবহন কর্মধ্যক্ষ হয়েছেন ফিরোজ শেখ। শিক্ষা কর্মধ্যক্ষ হয়েছেন ফজলুল হক। কৃষি সেচ কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন রবিউল ইসলাম। শিশু ও নারী উন্নয়ন জলকল্যাণ কর্মধ্যক্ষ হয়েছেন পূর্ণিমা দাস বারুই। বন ও বনভূমি হয়েছেন আব্দুল রহমান । খাদ্য সরবরাহ কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন রিতা সিংহ। ক্ষুদ্র শিল্প ও বিদ্যুৎ কর্মধ্যক্ষ হয়েছেন রেজিনা মুর্মু । মৎস্য প্রাণিসম্পদ কর্মধ্যক্ষ হয়েছেন রেজাউল করিম বক্সী । তবে অর্থ দপ্তরটি আপাতত নিজের হাতে রেখেছেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ। এছাড়াও সহকারি সভাধিপতি রয়েছেন এটিএম রফিকুল হোসেন। এই স্থায়ী সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে অনেক নতুন মুখকে নিয়ে আসা হয়েছে। যাদের মধ্যে রেজাউল করিম বক্সী , রিতা সিংহ , রেজিনা মুর্মু ,পূর্ণিমা দাস বারুই , ফিরোজ শেখ, কবিতা মন্ডল এরা প্রত্যেকেই একেবারেই নতুন। এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদ থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে এঁরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়। তবে নবীন এবং প্রবীণ মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূলে নির্বাচিত প্রার্থীদের সমতা বজায় রেখেই বিভিন্ন দপ্তরের কর্মধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানিয়েছেন, এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদা জেলা পরিষদের ৪৩ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৩৪ টি আসনে জয়লাভ করে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মালদা জেলা পরিষদ দখল করেছে তৃণমূল। বিরোধী দল বিজেপি কংগ্রেস বাকি আসনগুলো পেয়েছে। তবে জেলা পরিষদের মূল কাজ গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন। সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে কিছু নতুন মুখকে কর্মধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবং কিছু প্রবীণ নির্বাচিত নেতারাও রয়েছেন যারা কর্মধ্যক্ষের পদে থেকে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ করবেন। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জির দেখানো পথেই সকলেই মিলেই আমরা মালদা জেলার উন্নয়ন অব্যাহত রাখব।

লিগ বদলেছে, দল বদলেছে, বদলাননি হ্যারি কেইন

প্যারিস ঃ টটেনহাম মরিয়া হয়ে চেয়েছিল তাঁকে ধরে রাখতে। কিন্তু বায়ার্ন মিউনিখ তাঁকে দলে টানার ব্যাপারে ছিল অনড় অবস্থানে। হ্যারি কেইন নিজেও চেয়েছেন টটেনহাম ছেড়ে বায়ার্নে যেতে। শেষ পর্যন্ত বায়ার্ন ও কেইনেরই জয় হয়েছিল সেই লড়াইয়ে। রেকর্ড বেতন দিয়ে তাঁকে আনার সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল না, মৌসুমের শুরুতেই তা প্রমাণ করলেন কেইন। বায়ার্নের হয়ে রীতিমতো উড়ন্ত শুরু পেয়েছেন এই ইংলিশ স্ট্রাইকার। সর্বশেষ গতকাল রাতে বুচোমের বিপক্ষে বায়ার্নের ৭-০ গোলের জয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন কেইন, করেছেন ২টি অ্যাসিস্টও। লিগ ও ক্লাব বদলালেও তিনি যে বদলে যাননি, সেই প্রমাণই যেন দিয়ে যাচ্ছেন এই স্ট্রাইকার। বায়ার্নের হয়ে বুন্দেসলিগায় মাত্র ৫ ম্যাচ খেলেই একাধিক রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন কেইন। বায়ার্নের হয়ে একমাত্র ফুটবলার হিসেবে বুন্দেসলিগায় প্রথম ৫ ম্যাচে ৭ গোল করেছেন কেইন। এর আগে ৫ ম্যাচে ৫ গোল করেছিলেন গার্ড মুলার, মিরোস্লাভ ক্লোজা এবং মারিও মানজুকিচ। পাশাপাশি বুন্দেসলিগার ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে নিজের প্রথম ৫ ম্যাচে ১০ গোলে (৭ গোল ও ৩ অ্যাসিস্ট) যুক্ত থাকার রেকর্ডও গড়েছেন কেইন।

মৌসুমের শুরুতেই যেখানে এত দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখাচ্ছেন, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবেন, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা। নিজের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স নিয়ে কেইন বলেছেন, 'আমি আনন্দিত যে গোল করে দলের জয়ে সাহায্য করতে পারছি। আমি এখানে খুব ভালো আছি। আর প্রতিনিয়ত দলকে আরও ভালোভাবে জানছি, যার দৃষ্টান্ত আজকের খেলায় পাওয়া যাবে। আমি আশা করছি, আরও কিছু গোল নামের পাশে যুক্ত করতে পারব।'

বুচোমের বিপক্ষে দলের পারফরম্যান্স নিয়ে এই ইংলিশ স্ট্রাইকার বলেছেন, 'আমরা আজ খুব ভালো খেলেছি এবং আমরা মানসিকভাবেও খুব শক্তিশালী ছিলাম। আমরা খেলাটাকে সহজ করে তুলেছি এবং বল পায়ে খুবই গতিময় ছিলাম। ম্যাচটা আমাদের জন্য কঠিনও হতে পারত। কিন্তু আজ দলের প্রত্যেকেই নিজেদের সেরা ছন্দে ছিল। এই অনুভূতি খুবই চমৎকার।'

কেইননৈপুণ্যে দুর্দান্ত জয়ে ৫ ম্যাচে ৪ জয় ও ১ ড্র নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠেছে বায়ার্ন। এ জয়ের পর বায়ার্ন কোচ থমাস টুখেল বলেছেন, 'আমি খুবই ভালো বোধ করছি। দলের খেলার ধরন খুবই ভালো ছিল। আমি গা ছেড়ে দিইনি এবং সেটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা জানি, বুচোমের বিপক্ষে খেলা কতটা অস্বস্তিকর। তবে আমরা ধারাবাহিক ছিলাম, মনোযোগী ছিলাম এবং আমাদের পারফরম্যান্সও বেশ উঁচু মানের ছিল।'

সড়ক দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা রাশফোর্ডের

বার্লিন ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ টানা তিন ম্যাচে হারের পর অবশেষে বার্নলিকে হারিয়ে স্বস্তির এক জয় পেয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সেই ম্যাচে গোল না পেলেও পুরো ৯০ মিনিট মাঠে ছিলেন দলের তারকা স্ট্রাইকার মার্কাস রাশফোর্ড। তবে দলের জয়ের আনন্দটা স্থায়ী হয়নি রাশফোর্ডের। ইউনাইটেডের ক্যারিংটনের অনুশীলন মাঠ থেকে ফেরার পথে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় পড়েছেন এই ইংলিশ তারকা। দুর্ঘটনায় শারীরিকভাবে বড় ধরনের চোট থেকে রক্ষা পেলেও তাঁর গাড়ি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি মানসিকভাবেও রাশফোর্ড বেশ ধাক্কা খেয়েছেন বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য সান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে রাশফোর্ডের গাড়ির বাইরের অংশ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কিছু অংশ খুলে পড়েছে। রাশফোর্ডের যে গাড়িটি দুর্ঘটনায় পড়েছে, রোলস রয়েস ব্র্যান্ডের সেই গাড়ির দাম ৭ লাখ পাউন্ড বলে জানিয়েছে দ্য সান। ধারণা করা হচ্ছে, গাড়িটি বেশ জোরের সঙ্গে পাশের ট্রাফিক আইল্যান্ডে ধাক্কা খাওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও কোনো ধরনের অ্যাম্বুলেন্স ডাকার প্রয়োজন হয়নি এবং এ ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তারও করা হয়নি। জানা গেছে, একই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনা বুঝতে পেরে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন রাশফোর্ডের সতীর্থ ব্রুনো ফার্নান্দেজ। গত মৌসুমটা ভালো গেলেও এবার জ্বলে উঠতে পারছেন না রাশফোর্ড। ইউনাইটেডের হয়ে সব মিলিয়ে ৬ ম্যাচ খেলে মাত্র ১টি গোল ও ২টি অ্যাসিস্ট করেছেন এই ইংলিশ তারকা। সব মিলিয়ে মাঠের খেলায় বেশ চাপেই ছিলেন রাশফোর্ড। নতুন করে সড়ক দুর্ঘটনায় পড়ে তাঁর সে চাপ যেন আরেকটু বাড়ল।

সৌদি আরব কেন ফুটবলে এত অর্থ ঢালছে?

রিয়াদ ঃ ইউরোপের গ্রীষ্মকালীন দলবদলের সময় ফুটবলারদের নিয়ে প্রতিবছরই ক্লাবগুলোর মধ্যেই কাড়াকাড়ি লেগে যায়, পছন্দের ফুটবলারকে হয়তো টেনে নিয়ে যায় প্রতিপক্ষ ক্লাব। তবে এই বছর হুমকিটা ছিল এই মহাদেশের বাইরে সৌদি আরব থেকে। ১৯৭০ সালে শুরু হওয়া সে।দি প্রো লিগ এ বছর একের পর এক তারকা ফুটবলারদের নিয়ে সারা বিশ্বের শিরোনামে উঠে আসে।

সর্বশেষ দলবদলে সৌদি ক্লাবগুলো বিশ্বসেরা সব ফুটবলারদের তাদের দেশে টানতে খরচ করেছে প্রায় ১ বিলিয়ন ইউএস ডলার। ওই একই সময়ে তাদের চেয়ে বেশি অর্থ খরচ করেছে কেবল ইংলিশ ক্লাবগুলো।

তবে এই হিসেব শুধুমাত্র দলবদলের জন্য ক্লাবগুলোকে যে অর্থ দিতে হয়েছে সেটার। এর বাইরে রয়েছে খেলোয়াড়দের লোভনীয় বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

আর এটাকে হঠাৎ একবারের একটা চমক বলতে রাজি নন সৌদি প্রো লিগের প্রধান নির্বাহী কার্লো নোহরা। তিনি বলছেন সৌদি সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে যতদিন পর্যন্ত আয় ও খেলার মানের দিক দিয়ে বিশ্বের শীর্ষ লিগগুলোর কাতারে এটি না পৌঁছাবে, ততদিন পর্যন্ত সে।দি প্রো লিগকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে যাবে সরকার।

সৌদি প্রো লিগ যেটা করছে, যা দেখছেন, এগুলো আসলে এখন অন্য দেশের লিগগুলোরও করা উচিত। আমরা সেরাদের তালিকায় যেতে চাই, আর সেজন্য মাঠে খেলার মান বাড়াতে যা করা দরকার আমরা সবই করছি, রয়টার্সকে জানান নোহরা।

সৌদি লিগে নাম লেখানোদের তালিকায় রয়েছেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড নেইমার। তিনি মাত্র কয়েক বছর আগেও ছিলেন ইতিহাসের সবচেয়ে দামি ফুটবলার, যখন ফ্রেঞ্চ ক্লাব পিএসজি তাকে ২৪২ মিলিয়ন ইউএস ডলারে বার্সেলোনা থেকে কিনে নেয়।

বিবিসি স্পোর্টস বলছে রিয়াদের ক্লাব আল হিলাল এই ব্রাজিলিয়ানের জন্য খরচ করেছে ৯৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দলবদলের মধ্যে আছে আলজেরিয়ার রিয়াদ মাহরেজ, যিনি মাত্রই ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন। আছেন ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদার পুরস্কার ব্যালন ডি অর জয়ী ফ্রান্সের করিম বেনজেমাও। বছরের শুরুতেই অবশ্য তারা পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয় যখন পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে পাড়ি দেন আল নাসর ক্লাবে।

নানা মাধ্যম থেকে জানা যায় রিয়াদের ক্লাবটি তার সাথে আড়াই বছরের জন্য চারশো মিলিয়ন ডলারের চুক্তি করেছে। বেশিরভাগ চুক্তিগুলোই করেছে সে।দি প্রো লিগের চারটি ক্লাব - আল হিলাল, আল নাসর, আল আহলি ও আল ইতিহাদ। সৌদি আরব পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (পিআইএফ) এর অর্থে পরিচালিত হয় ক্লাবগুলি, যার সম্পূর্ণ অর্থমূল্য প্রায় ৭৭৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার।

আর এ সবগুলো ক্লাবেরই নিয়ন্ত্রক সৌদি ক্রাউন প্রিন্স ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান।

কিন্তু কেন সে।দি ক্লাবগুলো বিশ্বের অন্যান্য ক্লাব ও ফুটবলারদের পেছনে এত অর্থ খরচ করছে?

এটা আসলে তাদের সমন্বিত কৌশলেরই একটা অংশ, যার লক্ষ্য শুধু নিজেদের দেশে ফুটবলের মান উন্নয়ন করাই নয় বরং আরও বেশি কিছু।

২০১৬ সালে সে।দি আরব 'ভিশন ২০৩০'এর ঘোষণা দেয়, সরকার নানা প্রকল্প হাতে নেয় যার লক্ষ্য তেল নির্ভর অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে অন্যান্য দিকেও বিনিয়োগ করা।

এক্ষেত্রে খেলাধূলায় বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় তাদের।

দেশটির নিজস্ব ফর্মুলা ওয়ান গ্রাঁ প্রিঁ রয়েছে, প্রফেশনাল গলফ অ্যাসোসিয়েশন পিজিএর একটা বড় শেয়ার হোল্ডার তারা, এমনকি ২০২৯ সালের এশিয়ান উইন্টার গেমসের আয়োজকও দেশটি, আর সেজন্য তারা মরুভূমির মাঝেই একটা স্কি রিসোর্ট তৈরি করছে। তবে এসব বিনিয়োগ কিন্তু শুধু দেশটির জনগণ, যাদের অধিকাংশের বয়স চল্লিশের নিচে, তাদের অবসর আর বিনোদনের জন্য করা হচ্ছে না।সৌদি আরবের আসল লক্ষ্য হল মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা অভিযোগে বাইরের দুনিয়ায় তাদের দেশের যে নেতিবাচক ইমেজ আছে সেখান থেকে খেলাধূলার সাহায্যে বের হয়ে আসা।আরো অনেক দেশই এই পন্থা অবলম্বন করেছে ... তাদের প্রতিবেশী সংযুক্ত আরব আমিরাত আর কাতার খেলাধূলায় প্রচুর বিনিয়োগ করেছে, দেশ দুটি ফুটবল ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি ও পিএসজির মালিকানা পর্যন্ত কিনে নিয়েছে।

কাতার ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপও আয়োজন করেছে, যা ছিল ইতিহাসে প্রথমবার কোনও মুসলিম ও মধ্যপ্রাচের দেশে বিশ্বকাপ।

সৌদি আরবও একই পথে হাঁটছে। দেশের বাইরে ইংলিশ ক্লাব নিউক্যাসল ইউনাইটেডের মালিকানা তারা কিনে নেয় ২০২১ সালে।

তবে প্রতিবেশী দেশগুলো বাইরে যতোটা বিনিয়োগ করেছে তার বিপরীতে সৌদি নিজের দেশেই খেলাধূলার ক্ষেত্রে ব্যাপক বিনিয়োগ করতে থাকে।

তবে সৌদি আরবই প্রথম নয়, এর আগে অন্য দেশও ইউরোপের প্রতিযোগী হিসেবে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে।

২০১৬ আর ২০১৭ সালের দিকে চীনের বিভিন্ন ক্লাব যারা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় যুক্ত, তারা ইউরোপ থেকে বেশ কিছু হাইপ্রোফাইল চুক্তি সম্পন্ন করে। কিন্তু তাদের এই চমকের ইতি ঘটে কয়েক বছরের মাথায় করোনাভাইরাস মহামারিতে।

তাহলে সে।দি আরবও কি চীনের মতো ভাগ্য বরণ করবে নাকি এটি ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারবে?

অর্থনীতিবিদ স্টেফান লেগে, যিনি ফুটবল বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ, তিনি অবশ্য খানিকটা সংশয় প্রকাশ করছেন। তার বিশ্বাস বিশ্বজুড়ে খেলোয়াড় ও দর্শকদের আকর্ষণের বিচারে ইউরোপ বেশ এগিয়ে।এখন পর্যন্ত যে জিনিসটা খেলোয়াড়দের সে।দি আরবে আনছে তা হল অর্থ। একটা মর্যাদার ক্লাব বা প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠা পেতে কয়েক দশক লেগে যায়। লেগের ব্যাখ্যা হল, দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী বিনিয়োগ ও দারুণ ব্যবস্থাপনাই পারে সে।দি আরবে একটা আকর্ষণীয় ফুটবল লিগ গড়ে তুলতে।

ফুটবল লেখক সামিন্দ্রা কুন্ডির পরামর্শ হল যদি সে।দি আরব তাদের লিগকে আরও আকর্ষণীয় করতে চায় তাহলে তাদের আরও তরুণ খেলোয়াড় আনতে হবেঃবেনজেমা, রোনালদো, নেইমার তারকার ব্যাপারটা যোগ করছে, কিন্তু তারা তাদের সেরা সময় পেছনে ফেলে এসেছে। কুন্ডি বলেন এছাড়া ইউরোপের আছে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ যা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও ধনী ক্লাবগুলোর প্রতিযোগিতা।

শেষ পর্যন্ত ইউরোপই আসলে এগিয়ে থাকে...তাদের এই ক্লাব টুর্নামেন্ট সকল খেলোয়াড়ই জিততে চায়, সব তারকারাই এখানে খেলে, বাণিজ্যিকভাবেও এটা খুবই সফল, তাই আমার মনে হয় না সে।দি আরব এটাকে ছাপিয়ে যেতে পারবে, বলছিলেন তিনি।

সমালোচকরা খেলাধূলার ক্ষেত্রে সৌদি সরকারের এমন বিনিয়োগের একটা নাম দিয়েছে - স্পোর্টসওয়াশিং, যার অর্থ সাংবাদিক জামাল খাসোগজি হত্যা বা মানবাধিকার লঙ্ঘন এমন নানা বিষয়ে দেশের নষ্ট হওয়া ভাবমূর্তি খেলাধূলার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা।

যুক্তরাষ্ট্র সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানকে এই হত্যায় অনুমোদন দেয়ার জন্য অভিযুক্ত করে থাকে, কিন্তু সে।দি আরব সবসময় এটা অস্বীকার করে এর দায় চাপিয়েছে 'সরকারের বিপথগামী কিছু এজেন্টের' উপর।

কোন কোন বিশ্লেষক মনে করেন ভাবমূর্তি বা মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই সৌদি আরবের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

বিশ্ব জুড়েই দেশগুলো খেলাধূলা ও বিনোদনকে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে সফট পাওয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে, বলেন প্যারিসের স্কেমা বিজনেস স্কুলে খেলাধূলা ও ভূরাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক সাইমন চ্যাডউইক।

আমরা আসলে বিভিন্ন দেশের বিশ্ব জুড়ে মানুষের মন ও হৃদয় জয়ের এক প্রতিযোগিতার কথা বলছি। বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ভারত এবং আরও অনেক দেশই এটা সফলভাবে ব্যবহার করেছে। এখন সে।দি আরবও একই কাজ করছে, বলছিলেন তিনি।

ভারতে বিজেপি সরকারের বইয়ে মুঘল সম্রাট আকবরের প্রশংসা কেন?

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ দিল্লিতে সম্প্রতি যে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন হয়ে গেল, সেই উপলক্ষ্যে প্রকাশিত একটা স্মরণিকা গ্রন্থে মুঘল সম্রাট আকবরের গুণগান করা হয়েছে। হিন্দুত্ববাদীরা নানা ভাবে মুঘল আমল সহ পুরো মুসলমান শাসনামলের ইতিহাস ছেঁটে ফেলার চেষ্টা করে। তাই মুসলমান শাসকদের মধ্যে একমাত্র আকবরের উল্লেখ এবং তার প্রশংসা দেখে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন তাহলে কী আকবরের সম্বন্ধে নিজেদের মনোভাব পরিবর্তন করছে বিজেপি?

ওই স্মরণিকায় খ্রিষ্টপূর্ব ছয় হাজার বছর আগের সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে শুরু করে বৈদিক যুগ, রামায়ণমহাভারত, গৌতম বুদ্ধের আমল সহ ভারতের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের টুকরো টুকরো ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

'ইন্ডিয়া ঃ মাদার অব ডেমোক্রেসি' শীর্ষক গ্রন্থে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, ধর্ম, সাধুসন্ত, বিভিন্ন মহাপুরুষ ও শাসকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শাসকদের মধ্যে রামায়ণে উল্লিখিত রাম, মগধের অজাতশত্রু, মুঘল সম্রাট আকবর এবং ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে সমস্ত প্রধানমন্ত্রীর কথা বলা হয়েছে।

ওই বইতে মুঘল সম্রাট আকবরের পরিচয় দিয়ে লেখা হয়েছে সুশাসন হল সেটাই, যেখানে ধর্ম নির্বিশেষে সবার কল্যাণ হবে। তৃতীয় মুঘল পাদিশাহ আকবর সেই গণতন্ত্রেরই চর্চা করতেন।

তার সম্বন্ধে স্মরণিকা গ্রন্থে আরও লেখা হয়েছে, তিনি 'সুলহ এ কুল', অর্থাৎ সার্বজনিক শান্তির নীতি নিয়ে চলতেন। এই নীতি ছিল ধর্মীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে।

লেখা হয়েছে আকবর এমন এক সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন, যেখানে সৌহার্দ্য বিরাজ করবে, সেজন্যই তিনি নতুন ধর্ম 'দিনইইলাহি'র প্রচলন করেছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন ইবাদতখানা, যেখানে নানা ধর্ম আর বর্গের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা একসঙ্গে বসে তর্কবিতর্ক করতে পারবেন।

উল্লেখ করা হয়েছে আকবরের নবরত্ন সভারও।

শেষে বলা হয়েছে আকবরের গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ছিল ব্যতিক্রমী এবং সময়ে থেকে অনেক এগিয়ে থাকা।

শুধু আকবরেরই উল্লেখ কেন?

ভারতের প্রাচীণ ঐতিহ্য তুলে ধরার প্রচেষ্টার মধ্যে মুঘল সম্রাট আকবরের উল্লেখ অনেককেই বেশ বিস্মিত করেছে।

বিশেষ করে যখন অনেক বিজেপি নেতা আকবর সহ মুঘল শাসকদের সমালোচনাই করে থাকেন, সেখানে বিশ্বনেতাদের সামনে আকবরকে তুলে ধরা হল।

ঘটনাচক্রে আকবরের যে 'সুলহ এ কুল' নীতির গুণগান করা হয়েছে এই বইটিতে, সেই নীতিটার প্রসঙ্গ স্কুল সিলেবাস থেকে ছেঁটে ফেলার জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে আরএসএসের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তাথ্যিক নেতা দীননাথ বাত্রা নিজেই তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিকে চিঠি লিখেছিলেন।

এবছর এপ্রিল মাসে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পর্ষদ, এনসিইআরটি দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক থেকে মুঘল আমলটাই সরিয়ে দিয়েছে।

হিন্দুত্ববাদের গবেষক ও সাংবাদিক স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য বলছেন যে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক প্রয়োজন না থাকলে ওই পুস্তিকায় আকবর হয়তো জায়গা পেতেন না।

এই পুস্তিকাটিতে ৫২টি পৃষ্ঠার মধ্যে ভারতের মুসলমান শাসনকালকে যে কয়েক পাতা জায়গা দেওয়া হয়েছে, তার মূল কারণ জি২০ সম্মেলনে সৌদি আরবের যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানের উপস্থিতি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তো যুবরাজের সঙ্গে বিশেষ বৈঠক করেছেন আর সৌদিভারত বন্ধুত্বের কথা বলেছেন। ভারত সৌদি আরবকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় বলেই বিজেপির মুখপাত্র নূপুর শর্মার নবী সংক্রান্ত মন্তব্যের জন্য তার বিরুদ্ধে অনেক দিন পরে হলেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছিল দল, বিশ্লেষণ মি. ভট্টাচার্যের। প্রবীণ সাংবাদিক শরদ গুপ্তা বলছেন যে জি২ শীর্ষ সম্মেলনে শুধু সৌদি আরব নয়, তুরস্ক সহ একাধিক আফ্রিকান দেশও ছিল যেখানে ইসলাম প্রধান

ধর্ম। সরকার নির্বাচনের আগে বিশ্বনেতাদের সামনে সংখ্যালঘুদের একটা বার্তা দিতে চাইছে বলেই তার মনে হচ্ছে। রাজ্যসভা ও লোকসভায় বিজেপির কোনও মুসলিম মুখ নেই। আগামী নির্বাচনেও মুসলিম প্রার্থীদের টিকিট নাও দিতে পারে বিজেপি। কিন্তু জি২০ ছিল একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সুতরাং সেখানে এমন একটা ছবি তুলে ধরার দরকার ছিল, যাতে মনে হয় এখানে ইনক্লুসিভ রাজনীতি চলে, বলছিলেন মি. গুপ্তা। অন্যদিকে বিজেপি নেতা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক বিমল শঙ্কর নন্দ বলছেন, কূটনৈতিক বার্তা দেওয়ার জন্য আকবরকে ওই গ্রন্থে জায়গা দেওয়া হয়েছে, এটা অপব্যাখ্যা।

তার কথায়, বিজেপি কখনই মুসলমান আমলকে সম্পূর্ণভাবে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে না। ভারতের ইতিহাস চর্চা নিয়ে আমাদের আপত্তি আছে ঠিকই, বিশেষত বামপন্থীরা যেভাবে সত্যটাকে নিজেদের মতো করে ঘুরিয়ে দিয়ে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করেন। আমাদের আপত্তি সেখানে।

আকবরের শাসনব্যবস্থার মধ্যে যদি কোনও ভাল দিক থাকে, সেগুলো তুলে ধরব না কেন? 'আইনইআকবরি' গ্রন্থে তার সুশাসনের দিকগুলো যেভাবে গ্রন্থিত হয়ে রয়েছে, তার গুরুত্বটাকে অস্বীকার কেন করব? বলছিলেন অধ্যাপক নন্দ।

তার কথায়, এটা তো সত্যি যে আওরঙ্গজেবের তুলনায় সম্রাট আকবর অনেকাংশেই ভাল শাসক ছিলেন, যদিও তারও সাম্রাজ্যবাদী রূপ ছিল, রাণা প্রতাপের সঙ্গে তার দীর্ঘ দ্বন্দ্ব হয়েছিল তা নিয়ে তো দ্বিমত নেই। আবার এটাও ঠিক যে রাণা প্রতাপ সাহসের সঙ্গে লড়েছিলেন। এগুলো তো ইতিহাসের অংশ। বিজেপি ইতিহাসকে অস্বীকার করে না, ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যাটাকে অস্বীকার করে।

বিজেপি নেতাদের মুঘল বিরোধী বক্তব্য

বিজেপি ইতিহাসকে অস্বীকার করে না বলে অধ্যাপক নন্দ দাবি করলেও মুঘল সম্রাটদের, এমনকি সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধেও বক্তব্য রাখতে দেখা গেছে দলের শীর্ষ নেতাদের।

গত মাসে মধ্যপ্রদেশে সন্ত রবিদাস মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, যখন আমাদের বিশ্বাসের উপর আক্রমণ করা হয়েছিল এবং আমাদের পরিচয় মুছে ফেলার জন্য আমাদের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল, তখন সন্ত রবিদাস দৃঢ় থেকেছেন। সেই যুগে মুঘলদের আধিপত্য ছিল। আবার চলতি বছরের জুন মাসে মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরে যখন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, তখন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের 'আওরঙ্গজেব কি আওলাদ' মন্তব্য নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিংও একবার বলেছিলেন যে ইতিহাসবিদরা মহারানা প্রতাপের প্রতি অবিচার করেছেন। আকবরকে মহান বলা হয়, কিন্তু মহারানা প্রতাপকে কেন মহান বলা হয় না? রাজনাথ সিং বলেছিলেন যে মহারানা প্রতাপ একজন জাতীয় বীর ছিলেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ একবার মন্তব্য করেছিলেন যে আকবর একজন আক্রমণকারী ছিলেন এবং আসল নায়ক হলেন মহারানা প্রতাপ।

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের ৩৫০ তম বার্ষিকীতে যোগী আদিত্যনাথ ভারতীয় নৌবাহিনী যে শিবাজীর প্রতীক গ্রহণ করেছে, তার প্রশংসা করে বলেছিলেন যে মুঘলদের সাথে ভারতীয়দের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না।

এই কারণেই নরেন্দ্র মোদী সরকার ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য শিবাজীর প্রতীকটি বেছে নিয়েছিল বলেও তিনি তখন জানান।

যোগী আদিত্যনাথ তাজমহলের কাছে নির্মিত মুঘল জাদুঘরের নাম পরিবর্তন করে ছত্রপতি শিবাজী জাদুঘর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইতিহাসের বই থেকে মুঘলদের অধ্যায় বাদ

এবছর এপ্রিল মাসে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পর্ষদ বা এনসিইআরটি দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক থেকে মুঘল সাম্রাজ্য সম্পর্কিত পরিচ্ছেদটি সরিয়ে দেয়।

এনসিইআরটি দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাসের বই 'থিমস অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি' শিরোনামে তিনটি অংশে প্রকাশ করেছে।

দ্বিতীয় অংশের নবম পরিচ্ছেদ - 'রাজা ও ইতিহাস, মুঘল দরবার' বইটির আগের সংস্করণে থাকলেও এখন এনসিআরটির ওয়েবসাইটে বইটি ডাউনলোডের যে লিঙ্ক রয়েছে, সেখানে মুঘল শাসকদের উপর ২৮ পৃষ্ঠার অধ্যায়টি নেই। ভারতের প্রাক্তন মুসলিম শাসকদের পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেওয়ার এনসিইআরটির পদক্ষেপকে ভারতীয় ইতিহাস থেকে মুঘলদের মুছে ফেলার প্রচেষ্টা হিসাবে দেখা হচ্ছে। এনসিইআরটি অবশ্য যুক্তি দিয়েছিল যে শিক্ষার্থীদের ওপর পাঠ্যক্রমের বোঝা কমানোর জন্যই এমনটা করা হয়েছে।

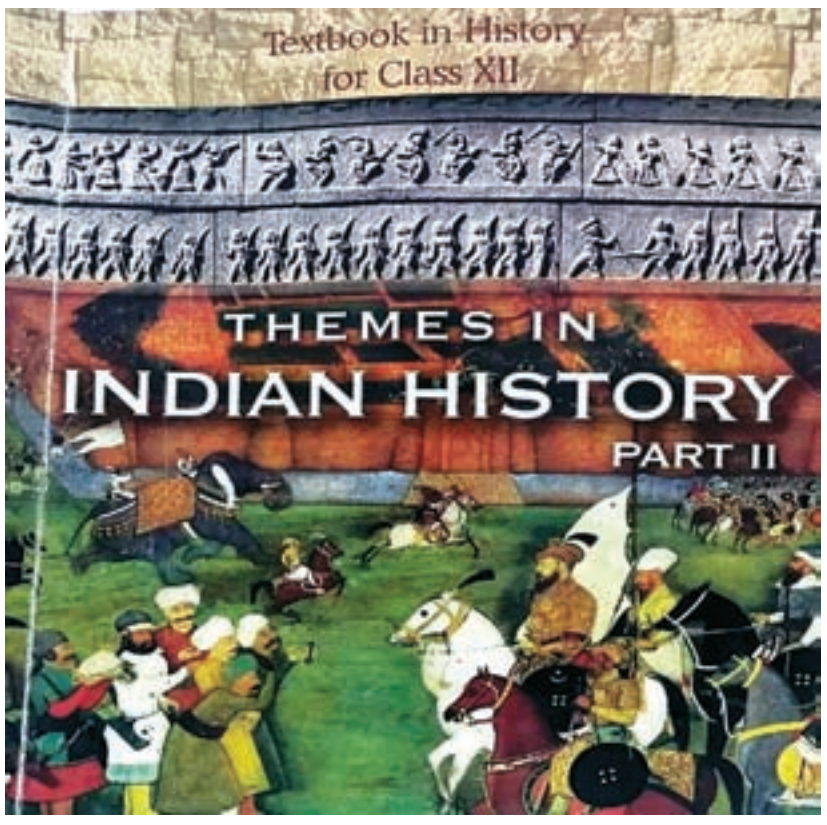

টুকরো খবর

'খালিস্তান আন্দোলন' আসলে কী? কেন আলাদা রাষ্ট্র চেয়েছিলেন ভারতের শিখরা?

ব্রিটিশ কলম্বিয়া ঃ কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে একজন শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতার হত্যাকান্ডের সঙ্গে সে দেশের সরকার ভারতের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তোলার পর ভারতে শিখদের জন্য 'খালিস্তান' নামে আলাদা রাষ্ট্রের দাবিটি নতুন করে আবার আলোচনায় এসেছে। গত জুন মাসে খালিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় ভারত জড়িত থাকতে পারে বলে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তার এই অভিযোগের পর ভারত ও কানাডার কূটনৈতিক সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছে। ভারত অবশ্য এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে একে 'অবিশ্বাস্য' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তবে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা বিতর্কটি যাদের কাছে নতুন তাদের জন্য এর ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট নীচে তুলে ধরা হলো ঃ

শিখ ধর্ম বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্মগুলোর একটি। বর্তমান ভারত ও পাকিস্তানের ভূখণ্ডের মধ্যে ভাগ হয়ে থাকা পাঞ্জাবে এর যাত্রা শুরু হয়েছিলো ষোড়শ শতকে। উনিশশো সাতচল্লিশ সালের দেশ বিভাগের সময় পাঞ্জাবকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছিলো। বিশ্বজুড়ে এখন প্রায় আড়াই কোটি শিখ ধর্মাবলম্বী আছেন এবং ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে এটি বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম ধর্মীয় সম্প্রদায়। এদের বড় অংশই বাস করেন ভারতে। দেশটির মোট জনসংখ্যার আড়াই শতাংশ এখন শিখ। আবার শিখদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ অভিবাসীও হয়েছেন। ভারতের বাইরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিখ বাস করে কানাডায়, যার সংখ্যা প্রায় সাত লাখ আশি হাজার। এটি কানাডার মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই শতাংশ। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে বাস করে আরও প্রায় পাঁচ লাখ। এর বাইরে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছেন প্রায় দু লাখ শিখ ধর্মাবলম্বী। ভারতের শিখদের আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের নাম - খালিস্তান মুভমেন্ট বা খালিস্তান আন্দোলন। ভারতের পাঞ্জাবে ১৯৮০র দশকে এ আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিলো। এর জের ধরে অনেক সহিংসতা হয়েছিলো এবং মৃত্যু হয়েছিলো হাজারো মানুষের। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানের পর এ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গিয়েছিলো। ওই আন্দোলনের পর আধুনিক পাঞ্জাবের রাজনীতির গতি প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর শ্রুতি কাপিলা বলছেন যে এখন আর স্বাধীনতা আন্দোলন সংখ্যাগরিষ্ঠ শিখদের অবস্থান নয়। তবে বিদেশে অভিবাসী শিখদের একটি অংশ আলাদা রাষ্ট্রের দাবিতে তাদের প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলো এটি কিছুটা জোরদার হয়েছে। ভারত খালিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে শক্তভাবে। মূলধারার সব রাজনৈতিক দল - এমনকি পাঞ্জাবের দলগুলিও - সহিংসতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরোধিতা করেছে। তবে এই দীর্ঘ উত্তেজনার জের ধরে আধুনিক ভারতের ইতিহাসের দুটি সবচেয়ে বিতর্কিত ঘটনার জন্ম হয়েছে। এর একটি হলো অমৃতসর স্বর্ণ মন্দির অভিযান এবং অন্যটি হলো ইন্দিরা গান্ধী হত্যাকাণ্ড। ১৯৮৪ সালের জুনে শিখদের পবিত্রস্থান স্বর্ণ মন্দিরে অভিযান চালায় ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সেখানে আশ্রয় নেয়া বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উচ্ছেদ করে। এর জের ধরে অনেক রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড হয়। বড় ধরণের ক্ষতি হয় স্বর্ণ মন্দিরের। এই অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন তখনকার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ওই অভিযানের কয়েকমাস পর নিজের দুই শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন ইন্দিরা গান্ধী। এ ঘটনার জের ধরে চার দিন ধরে দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা হয় ভারতে। কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়, যার বেশিরভাগই শিখ। এ সংখ্যা তিন হাজার থেকে সতের হাজার পর্যন্ত বলা হয়ে থাকে। ভারতের সব রাজনৈতিক দলই শিখ স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে। যে কারণে দেশটির কোনও সরকারই খালিস্তান ইস্যুকে দ্বিপক্ষীয় কূটনীতির ইস্যু বানাতে রাজি হয়নি। কানাডার নাগরিক ৪৫ বছর বয়সী হরদীপ সিং নিজ্জরকে গত ১৯ জুন কানাডার সারেতে একটি গুরদোয়ারার পার্কিং লটে কেউ বা কারা গুলি করে হত্যা করে। তার জন্ম হয়েছিলো পাঞ্জাবের জলন্ধরের ভারসিংপুর গ্রামে। তবে বহু বছর তিনি ভারতে আসেননি। কয়েক বছর আগে তার জলন্ধরের সম্পত্তিও ভারত সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেয়। হরদীপ সিং নিজ্জর ভারত সরকারের কাছে একজন 'মোস্ট ওয়ান্টেড' জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন - তিনি 'খালিস্তান টাইগার ফোর্স' বা কানাডাতে 'শিখস ফর জাস্টিসে'র (এসএফজে) মতো একাধিক সংগঠনেরও প্রধান ছিলেন। তবে তার সমর্থকরা এসব অভিযোগকে ভিত্তিহীন দাবি করে আসছেন এবং বলছেন তিনি অ্যাক্টিভিজমের জন্য অতীতে বহুবার হুমকির শিকার হয়েছেন। ভারতীয় গণমাধ্যম অবশ্য বলছে তিনি স্বাধীন শিখ রাষ্ট্রের দাবিতে একটি গণভোট আয়োজনের জন্য কাজ করছিলেন। ভারতকে ঘিরে কূটনৈতিক উত্তেজনার কারণ হলো দেশটি তিনটি সরকারের ওপর ক্রমশ চাপ বাড়াচ্ছিল। এই তিনটি দেশ হল কানাডা, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া। ভারত সরকার প্রকাশ্যেই বলে আসছে যে 'শিখ চরমপন্থা' মোকাবেলায় ব্যর্থতাই ভালো সম্পর্ক গড়ার পথে বাধা। অস্ট্রেলিয়ার কর্মকর্তারা বলছেন খালিস্তানপন্থীদের দ্বারা হিন্দুদের মন্দির ভাংচুরের ঘটনা তারা তদন্ত করবে। কিন্তু তারা অস্ট্রেলীয় শিখদের স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে মত প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনও বাধা হবে না। খালিস্তানপন্থীদের আন্দোলনের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্যও কানাডার সমালোচনা করছিলো ভারত। প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো যখন বলেছেন তিনি চলমান সহিংসতা বন্ধ করবেন তখন তিনি একই সাথে 'বিদেশী ইন্ধনে'র কথাও বলেছেন। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে ভারতীয় হাই কমিশনের সামনে প্রতিবাদ হয়েছিলো গত মার্চে, যেখানে 'খালিস্তান' লেখা ব্যানার ছিলো এবং এক ব্যক্তি ওই ভবনের ব্যালকনি থেকে ভারতের পতাকা সরিয়ে ফেলেছিলো।

মার্কিন ভিসা নীতি নিয়ে আওয়ামী লীগের ভেতরে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনীতিকসহ কয়েকটি শ্রেণী পেশার ব্যক্তিদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা কার্যকরে যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণার পর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দলটির বিভিন্ন স্তরে যে প্রশ্ন বড় হয়ে উঠছে, তাহলো কতদূর যাবে আমেরিকা? নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক পরিস্থিতিই বা কেমন হবে? দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীদের সাথে কথা বলে এমন ধারণা পেয়েছে বিবিসি। বিশেষ করে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র সফররত থাকা অবস্থায় সে দেশের সরকারের ভিসা নীতি প্রয়োগের ঘোষণার বিষয়টি অনেকের মধ্যেই নানা প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের কেউ শক্ত ভাষায় আমেরিকার সমালোচনা করছেন, আবার কেউ হালকা চালে বিষয়টিকে গুরুত্বহীন হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। কেউ আবার এটিকে 'কয়েকজন ব্যক্তির বিষয়' বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেও দলীয় পরিমণ্ডলের প্রকৃত পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। শুক্রবার ২২শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বা জড়িত থাকার অভিযোগে বাংলাদেশি কিছু নাগরিকের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়ার প্রক্রিয়া শুরুর কথা জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরে কী প্রাপ্তি পশ্চিমবঙ্গের?

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিনিযোগে আকর্ষণের লক্ষ্যে স্পেন ও দুবাই সফর করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই জোড়া সফর থেকে কী প্রাপ্তি রাজ্যের?

পশ্চিমবঙ্গকে বিনিযোগেবান্ধব রাজ্য হিসেবে তুলে ধরে এখানে লগ্নির আহ্বান জানাতে মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন। সফরের প্রথম পর্বে তিনি যান ইউরোপের স্পেনে। বৈঠক করেন রাজধানী মাদ্রিদ ও বার্সেলোনায়। দ্বিতীয় পর্বে তিনি প্রতিনিধিদলকে নিয়ে গিয়েছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বাণিজ্য নগরী দুবাইয়ে।

মাদ্রিদের অভিজাত ওয়েস্টইন হোটেলে বেশ বড় আকারে আযোজিত হয় বঙ্গ শিল্প সম্মেলন। স্পেনের একাধিক বণিকসভার প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতিদের সঙ্গে স্পেনের বাণিজ্য জগতের সেতু তৈরি করে দেয় মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর। ভারতের বিনিযোগে করে স্পেনের আড়াইশোর মতো সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত মাত্র তিনটি সংস্থা। এই পরিস্থিতি বদলাতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ বিনিয়োগের সেরা জায়গা। আমাদের নীতি শিল্পবান্ধব। সহজে শিল্পের জন্য প্রযোজনীয় অনুমতি মেলে। জমির সমস্যা নেই। বনধ, অবরোধ নেই। শ্রমদিবস নষ্ট হয় না। এই সম্মেলনেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নতুন কারখানা গড়ার কথা প্রকাশ্যে আনেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের কারখানায় আড়াই হাজার কোটি টাকা বিনিযোগে করা হবে। সৌরভ বিদেশি শিল্পপতিদের পশ্চিমবঙ্গে বিনিযোগের আহ্বান জানান।

এই সফরে ফুটবল নিয়েও কথাবার্তা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। লা লিগা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন। কলকাতায় ফুটবল একাডেমি গড়তে আগ্রহ দেখিয়েছে তারা। সেজন্য দরকার একটি স্টেডিয়াম। গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামকে শুধু একাডেমির কাজে ব্যবহারের ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করছে রাজ্য সরকার।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ ক্লাবের স্টেডিয়াম সান্তিয়াগো বার্নেবু ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। কীভাবে আটতলা স্টেডিয়াম অত্যাধুনিক পরিকাঠামোয় সেজে উঠেছে, তা পর্যবেক্ষণ করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বোঝাপড়া হয়েছে স্পেন ও বাংলার দুই প্রতিষ্ঠানের। স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে 'মউ' স্বাক্ষর করেছে কলকাতার সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মাদ্রিদ ও বার্সেলোনার সফর সেরে মুখমন্ত্রী যান মেরুদেশে। দুবাইয়ের শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী একাধিক বৈঠক করেছেন। এই শহরের 'দি রিতজ কার্টন' হোটেলে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে আমিরশাহির বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী ড. থানি বিন আহমেদ আল জেইদির সঙ্গে। আগামী নভেম্বরে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আমিরশাহির সহযোগী দেশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতার সেই সম্মেলনে জেইদির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল যোগ দিতে পারেন। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গেও কথা বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃথিবী বিখ্যাত 'লুলু' শিল্পগোষ্ঠীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর আশরাফ আলির সঙ্গে তার কথা হয়। সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি অনুযায়ী নিউটাউনে শপিং মল খুলতে পারে 'লুলু'। এই গোষ্ঠীর বিশ্বজোড়া বিভিন্ন আউটলেটে পশ্চিমবঙ্গে তৈরি বিশ্ববাংলার সামগ্রী রাখার ব্যাপারে কথা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছেন, মাছ ও মাংস প্রক্রিয়াকরণ, দুধ, পোলট্রিসহ বিভিন্ন খাতে বিনিযোগের আগ্রহ দেখিয়েছে 'লুলু' গোষ্ঠী।

মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে শাসক শিবিরে। বিরোধীরা বলছে, অতীতে মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গাপুর, ইংল্যান্ড, ইতালি, জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশ সফরে গিয়েছেন। তখনও বিনিযোগের অনেক আশ্বাস শোনা গিয়েছিল। কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে? একই প্রশ্ন উঠেছে বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনে স্বাক্ষরিত একগুচ্ছ 'মউ' ঘিরে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, সর্বাধিক সংখ্যক মউ স্বাক্ষর করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার গিনেস বুকে নাম তুলেছে, কিন্তু তার বাস্তবায়ন হয়নি। বিষয়গুলি থিতিয়ে যাওয়ার পর দেখা যাবে, কতগুলি 'মউ' আবর্জনা স্তূপে চলে গিয়েছে, আর কতগুলি অগ্রসর হয়েছে। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী রাজ্য সরকারের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে বলেছেন, বাংলায় শিল্প কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬১ হাজার সেটা এখন কমে ৪০ হাজারেরও কম। কমেছে বড় শিল্পের সংখ্যাও। শিল্প সম্মেলনে এতো বিনিযোগ নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

শিল্পে খরা, অর্থনীতির মন্দা, কর্মসংস্থানের অভাব শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় গোটা দেশেরই সমস্যা। তার জেরে এ রাজের পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যাও বেড়েছে। অন্য রাজ্যে বেশি পারিশ্রমিকের টানে তারা চলে যাচ্ছেন। এই পরিস্থিতির বদল ঘটাতে পারবে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ?

প্রাপ্তির হিসাবনিকাশ এখনই করতে চাইছেন না মমতা। যাত্রার আগেই তিনি বলেন, জ্বালার আগে প্রদীপে তেলটা তো ভরতে হবে, সলতেটা দিতে হবে। সেই জন্যই যাচ্ছি। আইআইএমএর অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ অনুপ সিনহা বলেন, চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এখনই ফল মিলবে এটা আশা করা যায় না। উদ্যোগ জরুরি। গত এক দশকে রাজ্যের শিল্পের ছবিটা বদলায়নি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এগোলেও বড় শিল্প তেমন গড়ে ওঠেনি, বন্ধ কারখানার দরজা খোলেনি। তা হলে উদ্যোগের ফল কি মিলছে না?

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অতীতের সফর থেকে তেমন ফল মেলেনি। আপনি বিদেশে গিয়ে আসুনআসুন বললেই আসবে না। যা করলে আমাদের রাজ্যে ব্যবসায়ীরা নিজেরাই আসতে চাইবেন, আমাদের সেটাই করতে হবে। তাই এই সফর থেকে আমি খুব বেশি প্রত্যাশা করি না।

মাতাজী আশ্রমে আজকের উপস্থিতি বাংলা শেখার জন্য।প্রতি রবিবার নুতন নুতন ছেলে মেয়েরা আসছে।বাংলা ভাষা শেখানোর ক্লাশ চলছে ও চলবে।যারা বাংলা শিখতে চায় তাদের জন্য দুয়ার খোলা।বিনামূল্যে বাংলা শেখানো হচ্ছে প্রতি রবিবার সকাল ৯ টা থেকে।

গ্রামে গ্রামে বিজেপি শুরু করবে জনসম্পর্ক অভিযান ঘোষণা ভারপ্রাপ্ত রাজ্য সভাপতি জয়ন্ত দাসের

অসমের ৩৯৯ টি মন্ডলে দলীয় পদাধিকারীরা সফর করবেন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপকভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে রাজ্য বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধারাবাহিকভাবে নানা কার্যসূচি গ্রহণ করে চলেছে শাসক দলটি। রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতার মাতৃ বিযোগের পর বর্তমানের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জয়ন্ত দাস সমানভাবে তৎপরতা শুরু করেছেন। তিনি জানান গ্রামে গ্রামে বিজেপি শুরু করবে জনসম্পর্ক অভিযান। তাছাড়া অসমের ৩৯৯ টি মন্ডলে দলীয় পদাধিকারীরা সফর করবেন বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে শনিবার আযোজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জয়ন্ত দাস বলেন অসম সরকার দেশের বেশ কয়েকটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এদিন প্রায় ৩১১৪ কোটি টাকার মৌ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো রাজ্যে প্রায় ৫ হাজারের অধিক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নিযোগে সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মাইক্রো ফাইন্যান্স থেকে ঋণ নেওয়া রাজ্যের মহিলাদের ঋণ রেহাই দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য বিতরণ করেছেন। অসীম সরকারের এই ধরনের কাজকর্মকে রাজ্য বিজেপি প্রশংসা করার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের পদক্ষেপের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

রাজ্য বিজেপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জয়ন্ত দাস বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি সারা দেশজুড়ে সেবাপক্ষ কার্যসূচী আযোজন করেছে। এই কার্যসূচী মাধ্যমে অসমেও রাজ্য বিজেপির প্রতিটি মোর্চা সাধারণ জনতার কাছে পৌঁছে স্বাস্থ্য শিবির, রক্তদান, ফলমূল বিতরণ ইত্যাদি পদক্ষেপ নিয়েছে। এই কার্যসূচির অংশ হিসেবে আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর রাজ্য বিজেপি গ্রামে প্রবাস অভিযান শুরু করবে। এর মাধ্যমে সাধারণ জনতাকে সরকারের সুযোগসুবিধা বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে অবগত করানো হবে। দরিদ্র সাধারণ মানুষের মধ্যে আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণ করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি।

অন্যদিকে আগামী ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অধীনে জনসমক্ষ স্থানে স্বচ্ছতা কার্যসূচি গ্রহণ করা হবে বলে জানান জয়ন্ত কুমার দাস। তিনি বলেন রাজ্য বিজেপি প্রতিটি বুথে দিনদয়াল উপাধ্যায় জন্মদিন পালন করবে। দলের সাংগঠনিক কাজকর্মের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন রাজ্যে ইতিমধ্যে বুথ স্বস্তিকরণ কার্যসূচী শুরু হয়েছে। দলের সাংগঠনিক ভিত্তিকে অধিক সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে রাজ্যের ৩৯৯ টি মন্ডলে বিজেপির পদধিকারীরা সফর করে সেখানে প্রবাস করবেন বলে জানান ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জয়ন্ত দাস। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে দলের মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়া এবং সংবাদ বিভাগের আহবায়ক দেবান ধ্রুবজ্যোতি মরল উপস্থিত ছিলেন।

এগারোটি রাজ্যে যোগাযোগ ও পর্যটন বৃদ্ধি করতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ শুভসূচনা করলেন

নয়টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের বন্দেভারতের সংযোগ লাভ করবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধর্মীয় স্থল

মালিগাঁও (সব্যসাচী দে) ঃ ভিডিও কনফারেন্সিংএর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নয়টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের শুভসূচনা করেন। যাত্রীদের বিশ্বমানের সুবিধা প্রদান এবং দেশজুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবায়নের একটি পদক্ষেপ হলো এই বন্দে ভারত ট্রেনগুলি। এই নয়টি ট্রেন রাজস্থান, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও গুজরাট এই এগারোটি রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করবে।

জনসমাবেশের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, আজ চালু হওয়া বন্দেভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি দ্বারা যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতির পাশাপাশি ভারত জুড়ে পর্যটনকে বাড়িয়ে তুলবে। তিনি বলেন, যাতায়াতের সময়যাতে কম হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার মাল্টি মডেল সংযোগ এবং ভ্রমণের সহজতার দিকে মনোনিবেশ করছে। শনিবার সূচনা হওয়া নতুন বন্দে ভারত ট্রেনগুলি হলো উদয়পুরজয়পুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, তিরুনেলভেলিমাদুরাইচেন্নাই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, হায়দরাবাদবাঙ্গালুরু বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, বিজয়ওয়াড়াচেন্নাই (ভায়া রেনিগুন্টা) বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, পাটনাহাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, কাসারগড় তিরুবনন্তপুরম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, রাউরকেল্লা ভুবনেশ্বর পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, রাঁচিহাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং জামনগরআমেদাবাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। এই বন্দে ভারত ট্রেনগুলি নিজেদের পরিচালনার রুটে দ্রুততম ট্রেন হবে এবং যাত্রীদের যথেষ্ট সময় বাঁচাতেও সাহায্য করবে। সংশ্লিষ্ট রুটগুলিতে বর্তমানের দ্রুততম ট্রেনগুলির তুলনায় রাউরকেলালভুবনেশ্বর পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং কাসারগড় তিরুবন্তপুরম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস প্রায় ৩ ঘণ্টা দ্রুত, হায়দরাবাদবাঙ্গালুরু বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ২.৫ ঘণ্টারও অধিক দ্রুত, তিরুনেলভেলিমাদুরাইচেন্নাই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ২ ঘণ্টারও অধিক দ্রুত, রাঁচিহাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, পাটনাহাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং জামনগরআমেদাবাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস প্রায় ১ ঘণ্টা দ্রুত এবং উদয়পুরজয়পুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস প্রায় আধা ঘণ্টা দ্রুত।

দেশজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়স্থলগুলির উন্নয়নের যে লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী ধার্য করেছেন তার সাথে সঙ্গতি রেখে রাউরকেল্লাভুবনেশ্বরপুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ও তিরুনেলভেলিমাদুরাইচেন্নাই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় শহর পুরী ও মাদুরাইকে সংযুক্ত করবে। পাশাপাশি, বিজয়ওয়াড়াচেন্নাই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস রেনিগুঃটা রুট হয়ে চলবে এবং তিরুপতি তীর্থযাত্রা কেন্দ্রে সংযোগ প্রদান করবে।

এই বন্দে ভারত ট্রেনগুলি চালু করার ফলে দেশে রেল পরিষেবার এক নতুন মানদণ্ডের সূচনা করবে। এই ট্রেনগুলি বিশ্বমানের সুযোগসুবিধা ও আধুনিক সুরক্ষামূলক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি কবচ প্রযুক্তির সাথে সজ্জিত। যা সাধারণ মানুষ, পেশাদার ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রী ও পর্যটকদের আধুনিক, দ্রুত ও আরামদায়ক ভ্রমণের মাধ্যম প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।